NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভুত চতুর্দশীর আগে বঙ্গবাসীর ভুতচর্চা

রিজালের জালে ৪ বার বল ঢোকাল বার্সার ৮

কলকাতা ২৮ অক্টোবর ২০২৪ ১১ কার্তিক ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.10.2024, Vol.18, Issue No. 136 8 Pages, Price 3.00

পেট্রাপোলে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল-মৈত্রী গেটের উদ্বোধন

২৬-এ বাংলা দখল ডাক অমিত শাহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল এবং মৈত্রী গেটের উদ্বোধনে এসে পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দর থেকে ২৬-এ বাংলা দখলের ডাক অমিত শাহর।

পেট্রাপোল সীমান্তে যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল এবং মৈত্রী গেটের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রায় ৬০ হাজার বর্গমিটার জুড়ে পেট্রাপোল সীমান্তে তৈরি দুটো প্রজেক্ট যার খরচ প্রায় চার হাজার পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা। যার মধ্যে রয়েছে যাত্রী টার্মিনাল এবং মৈত্রী দ্বার। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যে সকল যাত্রীরা পারাপার হন তাঁরা এতদিন ধরে রোদ-ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের পারাপার হতে হত এবার যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তৈরি করা হল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই যাত্রী টার্মিনাল যার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পাশাপাশি তৎকালীন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেওয়া ভারতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উপহারস্বরূপ পেট্রাপোল বন্দর সংলগ্ন একটি মৈত্রী গেট এবং বাংলাদেশি পণ্য রাখা গাড়ির পার্কিং করে দেওয়া হয় তারও শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

যাত্রীর টার্মিনালের ভেতরে সমস্ত ধরনের পরিষেবা পাবেন যাত্রীরা, যেখানে খাবারের দোকান থেকে শুরু করে পারাপারের জন্য বিশেষ গাড়িও থাকবে। চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা রয়েছে যাত্রীদের জন্য। মৈত্রী গেটের মাধ্যমে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেকটাই লাভবান হবে ভারত সরকার। আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে অনেকটাই উপকৃত হবে ব্যবসায়ীরাও। এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর পেট্রাপোল সীমান্ত যেই বন্দর দিয়ে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার পণ্য গাড়ি আমদানি রপ্তানি হয়।

মৈত্রী গেটের মাধ্যমে অনেকটাই আমদানি রপ্তানি বেশি হবে আর পণ্যবাহী গাড়িগুলোকে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না একটি গেটের জন্য। ফলে আমদানি রপ্তানির পরিমাণটাও আরো বেশি হবে বলে এমনটাই আশাবাদী সকলেই। এদিন পেট্রাপোল সীমান্ত লাগোয়া ক্যালিয়ানি বিএসএফের হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার থেকে নেমে প্রথমে যাত্রী টার্মিনালের উদ্বোধনে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পরবর্তীতে মৈত্রী দ্বার উদ্বোধনে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সেখানেই অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয় মঞ্চে বক্তব্য রাখা সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ২৬-এ নির্বাচন বিজেপির লক্ষ্য।

তবে আগামী ১৩ নভেম্বর বাংলার ৬ কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচন। বাংলায় এসে পেট্রাপোল সীমান্তে দাঁড়িয়ে ফের রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে অমিত শাহর মন্তব্য, অনুপ্রবেশ বন্ধ করলে শান্তি ফিরবে বাংলায়। এদিন অমিত শাহ সীমান্তে দাঁড়িয়ে বলেন বাংলায় যেভাবে অনুপ্রবেশ হচ্ছে বিজেপি

সরকার ক্ষমতায় আসলে অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হবে। তাই আগামী ২৬-এ বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় আনার জন্য তিনি বলেন। আরও বলেন, ইউপিএ জমানার থেকে মোদি সরকার বাংলাকে বেশি টাকা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ইউপিএ আমলের ১০ বছরে কেন্দ্র বাংলাকে দিয়েছিল ২ লাখ ৯ হাজার কোটি। কিন্তু ২০১৪ থেকে ২০২৪ এই ১০ বছরে মোদি সরকার বাংলাকে দিয়েছে ৭ লাখ ৭৪ হাজার কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদি সরকারের দেওয়া টাকা 'দুর্নীতি'তেই চলে যায় বলে দাবি করেছেন অমিত শাহ। ১৮ মিনিটের বক্তব্যে তিনি প্রথমে পেট্রাপোলের এই নবনির্মিত অত্যাধুনিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে যাত্রীরা যেসমস্ত সুবিধা পাবেন সে কথা বলেন এবং মৈত্রী গেট উদ্বোধন হওয়ায় দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়বে বলেও তিনি বলেন। আগামী দিনে পেট্রাপোল বন্দরে আরও উন্নয়ন হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

একই সঙ্গে আরও বলেন, রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে বলেন কেন্দ্র সরকারের অনেক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত হয়। ২০২৬ সালে বিজেপি সরকার আসলে তারা কেন্দ্র সরকারের সমস্ত সুবিধা পাবে। একই সঙ্গে তিনি অনুপ্রবেশ নিয়েও সুর চড়ান। তিনি বলেন, ২০২৬ সালে বিজেপি সরকারকে আনুন অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করে দেব শান্তি ফিরবে বাংলায় সোনার বাংলা হবে এই বাংলা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারবার বঞ্চনার অভিযোগ আনে রাজ্য সরকার।

এবার বঙ্গে এসে গত ১০ বছরের হিসেব দিয়ে সেই অভিযোগ খারিজ করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নরেন্দ্র মোদির সরকার ২০১৪ থেকে ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কত টাকা পাঠিয়েছে তার পুনঙ্খনাপুঙ্খ হিসেবও দিলেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, সীমান্তে অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির সরকার তৈরি হলে সেই সমস্যা সমূলে উৎখাতের আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে এদিন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে নিশানা করেন অমিত শাহ। তিনি আরও বলেন, পেট্রাপোল সীমান্ত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক দ্বার। বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের রোজগারের অন্যতম বড় মাধ্যম। কিন্তু বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা এখানকার নাগরিকদের তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। আর এর পিছনে পূর্ণ মদত দিচ্ছে তৃণমূল। ২০২৬-এর ভোটের পর বিজেপির সরকার তৈরি হবে। আর এই অনুপ্রবেশের সমস্যাকে সমূলে উৎখাত করা হবে। সীমান্তবর্তী এলাকার উন্নয়ন ও এখানকার মানুষজনকে তাঁদের অধিকার পাইয়ে দেবে বিজেপি।

এদিন পেট্রাপোল সীমান্তে মৈত্রী দ্বারের উদ্বোধন মঞ্চ থেকে অমিত শাহ আরও অভিযোগ করেন, বাংলার সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছতে দিচ্ছে না। সেই সুবিধা পেতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর আশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ৫ লাখ টাকা বাংলার মানুষ খুব দ্রুত পেয়ে যাবেন।

এদিন অমিত শাহর সঙ্গে ছিলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সহ একাধিক রাজ্য নেতৃত্ব এবং বিধায়ক সহ বিএসএফের উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকরা এছাড়া এলপিজি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি বনগাঁ পেট্রাপোল এলাকার বেশকিছু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। অমিত শাহর এই মন্তব্যের পর আগামী দিনে রাজ্য বিজেপি ঠিক কী রণকৌশল ঠিক করে তাদের ২৬ এর লক্ষ্যে এখন সেটাই দেখার।

বৃষ্টি পিছু ছাড়বে না কালীপুজোয়ও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোয়ও বৃষ্টির ভ্রুকুটি। আলিপুর হাওয়া অফিস তেমনটাই আভাস দিয়েছে। আগামী কয়েক দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি রয়েছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে কালীপুজোতেও।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্ত ভাবে ভিজতে পারে দু'একটি জায়গা। আগামী বৃহস্পতিবার কালীপুজো। সেদিনও একই পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতে আপাতত আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। আবহাওয়া মোটের ওপর মনোরম থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী কয়েক দিন স্বাভাবিক থাকবে সমুদ্রের পরিস্থিতিও। মৎস্যজীবীদের জন্য কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।

উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে আগামী শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় মূলত শুকনো থাকবে আবহাওয়া।

দম্পতির দেহ উদ্ধার, 'রহস্যমৃত্যু' ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে একই বাড়ি থেকে জোড়া দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য। মৃত দু'জন সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। দু'জনের শরীরেই অস্ত্রের আঘাত রয়েছে বলে পুলিশের একটি সূত্রে খবর। দম্পতির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের চন্দনেশ্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল, কেনই বা খুন হতে হল দম্পতিকে, এই ঘটনা ঘিরে এমনই নানা প্রশ্নের ভিড়। পরিবারের দাবি, খুন করা হয়েছে ওই দম্পতিকে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। লালবাজারের হোমিসাইড শাখার অফিসাররা ঘটনাস্থলে যান।

ভাঙড়ের চন্দনেশ্বর এলাকার বাসিন্দা ওই দম্পতি। স্বামী পেশায় সবজি ব্যবসায়ী। দোতলা বাড়ি ছিল তাঁদের। শনিবার রাতে খাবারদাবার খেয়ে একসঙ্গে ঘুমোতে যান। রাতে মহিলা তাঁর মেয়ের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেন। এরপর রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ছেলে দেখেন তাঁর বাবা-মা ঘুমোচ্ছে। বেলা বাড়লেও তাঁদের সাড়াশব্দ না মেলায় সন্দেহ হতেই দরজা ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখেন ভিতরের ছিটকানি ভাঙা।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে কার্যত তাজ্জব হয়ে যান মৃতের ছেলে। তিনি দেখেন, ঘরে পড়ে রয়েছে বাবার দেহ। গোটা শরীরে একাধিক

ক্ষতচিহ্ন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা ঘর। মা পড়ে রয়েছেন বিছানায়। নিথর দেহটি বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই দৃশ্য কার্যত আঁতকে উঠে ছেলে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চন্দনেশ্বর থানার পুলিশ। দেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, বাইরে থেকে কেউ ঘরে ঢুকে হয়তো খুন করেছে দম্পতিকে। এই ঘটনার নেপথ্য কারণও স্পষ্ট নয়। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদের নাম মোশারফ পিয়াদা এবং শাহানারা বিবি। মোশারফের বয়স ৫০ বছর। তাঁর স্ত্রী শাহানারা ৪৬ বছর বয়সি। রবিবার সকালে ওই প্রৌঢ় দম্পতিকে মৃত অবস্থায় বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাড়ির সামনে রাস্তাতেও রক্তের দাগ মিলেছে। মোশারফ এবং শাহানারার মেয়ের দাবি, তাঁর বাবা-মাকে খুন করেছে বাইরের কেউ। শনিবার রাতেই মোবাইলে বাবা-মায়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিবাহিতা ওই যুবতী। তাঁর এ-ও দাবি, বাবা-মায়ের ঝগড়াঝাঁটি হয়নি, কোনও গণ্ডগোলই ছিল না। তিনি বলেন, 'আমার বাবাকে কুপিয়ে মাকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ। বাইরে থেকে দরজার ছিটকিনি ভাঙা হয়েছে। ওদের খুন করা হয়েছে।' কিন্তু কে বা কারা খুন করতে পারেন, তাঁর সন্দেহ কাকে, এ সব কিছুই বলেননি যুবতী। তিনি বলেন, 'রাতেই (শনিবার) আমার সঙ্গে দু'জনের ভিডিও কলে কথা হয়েছে। দু'জন কত হাসাহাসি করল। আর সকালে উঠে শুনলাম, দু'জনেই নেই!' তিনি প্রশাসনের কাছে বিচারের আবেদন করেছেন।

■ মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানি, সাসপেন্ড তন্ময়

মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির অভিযোগ সাসপেন্ড হলেন বামনেতা তন্ময় ভট্টাচার্য। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানান, 'এই ঘটনায় তাঁকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। আমি শুনেছি এক তরুণী সাংবাদিক অভিযোগ করেছেন। তন্ময় বরাবরই বাড়ি থেকে সাক্ষাৎকার দেয়, যদিও জানি না কেন এটা করে। তবে যা অভিযোগ পেয়েছি তা খতিয়ে দেখা হবে।'

■ লড়বে না আপ

মহারাষ্ট্র-ঝাড়খণ্ডে লড়বে না আম আদমি পার্টি। তবে ইন্ডিয়া জোটের হয়ে প্রচার করবেন কেজরিওয়াল। শনিবার আপের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মহারাষ্ট্রে তাঁরা কোনও আসনে প্রার্থী দেবেন না। দলের মহারাষ্ট্র ইউনিট কয়েকটি আসনে প্রার্থী দিতে চাইলেও তাতে সায় দেয়নি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

■ পদপিষ্ট যাত্রী

দীপাবলিতে বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেন ধরতে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটল মুম্বইয়ের বান্দ্রা স্টেশনে। জানা গিয়েছে, পদপিষ্টের ঘটনায় কমপক্ষে ন'জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট: উদ্বেগ প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর: ডিজিটাল অ্যারেস্টের মাধ্যমে মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ হাতিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে ১১৫ তম 'মন কি বাত' রেডিও অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। সাম্প্রতিক সময়ে সাইবার অপরাধের এই নতুন ধারা নিয়ে আতঙ্ক বেড়েই চলেছে বলে উদ্বিগ্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং বিরসা মুণ্ডার দেড়শোতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করলেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বলেন, যে ভাবে ডিজিটাল অ্যারেস্টের মাধ্যমে মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাঁর কথায়, 'প্রতারকরা ফোনে এমন পরিবেশ তৈরি করছে যে মানুষ ভয় পেয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এক্ষুনি এটা করো, নয়তো গ্রেপ্তার করা হবে। আসলে পুরোটাই প্রতারণা।' উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই গুজরাটের আমদাবাদে সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে গ্রেপ্তারির ভয় দেখিয়ে ৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ভিডিও কলে তাঁকে পোশাক খুলতে বাধ্য করে প্রতারকরা। এই ধরনের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলায় উদ্বেগ বাড়ছে।

এবছরই বিরসা মুণ্ডা এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দেড়শোতম জন্মবার্ষিকী। তাঁদের উদ্দেশেও এদিনের রেডিও বার্তায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মোদি। পাশাপাশি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প নিয়েও বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ করেন 'মোটু পাতলু', 'ছোটা ভীমে'র মতো দেশীয় প্রযুক্তির কার্টুনের। অ্যানিমেশন এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হয়ে উঠছে বলেও জানান।

প্রসঙ্গত, প্রতি মাসের শেষ রবিবারই সকাল ১১টায় 'মন কি বাত' অনুষ্ঠিত হয়। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে তা সম্প্রচারিত হয়। ২০১৪ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই নিয়মিত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশবাসীকে বার্তা দিয়ে আসছেন মোদি। ২৩টি ভাষা ও ২৯টি উপভাষায় এই অনুষ্ঠানের সম্প্রচার হয়। মার্চে দেশে নির্বাচনীবিধি কার্যকর হয়ে যাওয়ায় এবছর তিন মাস বন্ধ ছিল মোদির এই রেডিও অনুষ্ঠান। পরে নতুন সরকার গঠন হলে ফের সম্প্রচার শুরু হয় 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানটির। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগেও সাময়িক ভাবে বন্ধ ছিল 'মন কি বাত' সম্প্রচার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নোটিশ

PUBLIC NOTICE

This notice is hereby given to the Public that the registered ***DEED OF SALE*** dated 20th December, 2006 being Deed No.1846 (Addl. District Sub-Registrar, Howrah) executed between ***SRI. SHIRISH JUNARKAR*** (Vendor) and ***SMT. GITA SRIVASTAVA*** (Purchaser) for the property addressed at Flat no.- 503, 5th Floor, Holding No.- 14/4, Mackenzie Lane, P.S.- Golabari, Howrah-711101 has been lost/ misplaced. Missing GDE No.-168 dated 03.10.2024 has been lodged at P.S.- Golabari, Howrah for the same. All persons are hereby informed not to deal or carry out any transaction with anyone on the basis of the said missing Deed. If anyone has already carried out or being carried out or has found the same kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 7 days from this publication.

Sd/-
Gita Srivastava
Flat No. - 503, 5th Floor
Holding No.- 14/4, Mackenzie Lane,
P.S.- Golabari, Howrah –711101

নোটিশ

আমমোক্তারনামা

ক্রেতা ঃ মানব কর, পিতা- বংশীধর কর, সাং- ফটিকগাছি, পোঃ- সিদ্ধেশ্বর, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া।

বিক্রেতা ঃ ১) গৌর দলুই, পিতা- দুঁলাল দলুই, ২) মিলন দলুই, স্বামী- দুঁলাই দলুই, সাং- ফটিকগাছি, ৩) বাসুদেব দলুই, পিতা- ননীবালা দলুই, ৪) উর্মিলা পাঠক, স্বামী-মনিন্দ্রনাথ পাঠক, ৫) সুপর্না দলুই, স্বামী- অমিত দলুই, ৬) সৌমিত্র দলুই, পিতা- অমিত দলুই, সাং- ফটিকগাছি। সকলের পক্ষে আমমোক্তার- মানব কর, পিতা- বংশীধর কর, সাং-ফটিকগাছি, জাতি হিন্দু।

মৌজা-ফটিকগাছি, জে.এল. নং.-৬৫, এল.আর. দাগ-১৯২, এল.আর. খতিয়ান- ২২৯, মোট জমি-০৯ শতকের মধ্যে ৪.৫০৮ শতক, বিক্রিত দলিল নং- I-2528 তারিখ- 26.04.2024 এবং আমমোক্তার নং- I-9303, 16.10.2023, I-838- 29.12.2023, How-D.S.R.-এ রেজিষ্ট্রী হয়েছিল।

আমমোক্তার ক্রেতা- পান্নালাল সাঁতরা, পিতা- নিমাই চন্দ্র সাঁতরা, সাং- মধ্য মাজু।

বিক্রেতা- গোবিন্দ সামন্ত, পিতা-অশ্বিনী সামন্ত, সাং ও পোঃ- নস্করপুর, পক্ষে আমমোক্তার- পান্নালাল সাঁতরা, দলিল নং-I-993, সাল- 28.03.2024, আমমোক্তার নং- I-364/ 24 সাল-05.02.2024 বড়গাছিয়া।

মৌজা- দক্ষিণ মাজু, জে.এল. নং.-৩২, এল.আর. দাগ-১৩, ৩২২, ৩৮৬, এল.আর. খতিয়ান-১১৩২।

কারও কোনও অভিযোগ থাকলে তথ্যপ্রমান সহকারে জগৎবল্লভপুর বিএলআরও অফিসে যোগাযোগ করুন, না হলে আইন মোতাবেক কাজ হইবে।

।। নোটিশ ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **রত্না ভট্টাচার্য**, পিতা- ঈশ্বর মতিলাল ভট্টাচার্য, সাং ৪/১৪, সহিদ নগর কলোনি, কে পি রোড, কসবা, কলকাতা- ৩১,মহাশয়া উত্তর নিমতা মৌজার, থানা- নিমতা, জে. এল. নং- ২, রে. সা. নং- ১০২, তৌজি নং - ৬৩/১৬৩, আর. এস. খতিয়ান নং- ১৬৯, আর. এস. / এল. আর, ২৫৬৬, ২৫৬৭ ও ২৫৭৪ নং দাগে একটি ৩ কাঠা ০৮ ছটাক ০০ বর্গফুট জমি, পিতার ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া তাহার অংশ বিগত ইংরাজি ১৪/০৬/২০১১ তারিখে ডি. এস. আর. -১, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত অফিসের ৪ নং বহির, ২ নং ভলিউম, ১৭০৩ হইতে ১৭১১ নং পাতায় নকলকৃত **৪২৪/১১ নং** এক **জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি** দ্বারা তাহার ভাই **সরোজ ভট্টাচার্য**, পিতা- ঈশ্বর মতিলাল ভট্টাচার্য, সাং নিউ রোড, প্রতাপগড়, থানা ও পোঃ - নিমতা, কলকাতা- ৪৯ মহাশয়কে তাহার আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

অতঃপর **সরোজ ভট্টাচার্য** মহাশয় তাহাদিগের প্রাপ্ত সম্পত্তির মধ্য হইতে ২ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট জমি **সুজিত কুমার দে** মহাশয়কে ডি. এস. আর.-১, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত অফিসের ১ নং বহির, ১৫০১ নং ভলিউম, ২৬০৬৯ হইতে ২৬০৯০ নং পাতায় নকলকৃত ৯৯০ নং একটি সাফ কোবালা দলিল দ্বারা বিক্রয় করেন।

অতঃপর বিগত ১৮/১১/২০২১ তারিখে উক্ত **সুজিত কুমার দে** মহাশয় এ.ডি. এস. আর. বেলঘরিয়া অফিসের ১ নং বহির, ১৫২৬ নং ভলিউম, ৯০৯ হইতে ৯৪১ নং পাতায় নকলকৃত ৫৮৪৬ নং একটি সাফ কোবালা দলিল দ্বারা **শ্রী নিতাই দাস ও শেফালী দাস** দ্বয় দিগকে বিক্রয় করেন।

এক্ষণে **নিতাই দাস ও শেফালী দাস** দ্বয় তাহাদিগের উপরিউক্ত সম্পত্তি B.L. & L.R.O. Barrackpur-II, Sodepur তে মিউটেশান করাইতে ইচ্ছুক, যদি কোন ব্যাক্তির উক্ত **৪২৪/১১নং জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি** সম্পর্কে কোনও অভিযোগ/আপত্তি থাকে তাহা হইলে অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিবেন, নচেৎ পরবর্তী ক্ষেত্রে সকল রকম অভিযোগ/ আপত্তি অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে।

মানস কুমার মাইতি
এ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর ও বারাসাত কোর্ট
ফোন নং-৯৬৭৪০৯৫৯৬৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন, সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১, ইমেইল- **adconnex-on@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন,
বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে অক্টোবর। সোমবার, ১১ ই কার্তিক। একাদশী তিথি, জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রয়াণ দিবস। উন্মিলনি মহা দ্বাদশী তিথি। শুভ কর্ম। অব্যুড়ান্ন। দেবতাগঠন।ধান্যস্থাপন। শিল্পরম্ভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

৩১টি সেতু ‘ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত’ নবান্নে রিপোর্ট দিল পূর্ত দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা ৩১টি সেতু ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকারের কাছে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়েছে। এছাড়াও পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা মোট ২০৮৯টি সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ১৮২টিকে অল্প ক্ষতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে অতিবৃষ্টি এবং ডিভিসির ছাড়া জলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় সঙ্গে সম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে দুর্যোগের কারণে সেতুগুলি আরও একবার সমীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে পূর্ত দপ্তরের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের সর্বত্র সেতুগুলির কী পরিস্থিতি, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শুরু করেছিল পূর্ত দফতর। সম্প্রতি এই সমীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়েছে দপ্তরের পদস্থ কর্তাদের কাছে। রাজ্যের জেলায় জেলায় পূর্ত দপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা মোট ২০৮৯টি সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তাতে ৩১টি সেতুকে ‘ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত’ হিসাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি ১৮২টি সেতুকে ‘অল্প ক্ষতিগ্রস্ত’ বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই সেতুগুলির সংস্কারের ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা ফের একবার পরিদর্শনের পরেই চূড়ান্ত হবে বলেই সূত্রের খবর। পদস্থ কর্তারা খতিয়ে দেখবেন কোন সেতুতে কী ধরনের সমস্যা রয়েছে, ভারবহন ক্ষমতা কেমন রয়েছে ইত্যাদি। পুনরায় যাচাই করার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেই সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট জমা পড়ার কথা ছিল। গত ২৩ অক্টোবর রাজ্যের পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়ের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক হয় নবান্নে। পুজোর আগে জমা পড়া এই রিপোর্ট নিয়ে আগেই দপ্তরের আধিকারিকরা প্রাথমিক আলোচনা করেছিলেন। ২৩ অক্টোবরের বৈঠকে ৩১টি ‘ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত’ সেতুর পুনরায় সমীক্ষার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়।

গুটখা ও তামাকজাত পণ্য বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে গুটখা ও তামাকজাত পানমশলা বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হল। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে, ২০১১ সালের ‘খাদ্য সুরক্ষা ও গুণমান বিধি’র ‘বিক্রয় সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং নিষেধাজ্ঞার’ বিভিন্ন ধারা মেনেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আগামী ৭ নভেম্বর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে। প্রসঙ্গত, প্রায় এক দশক আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গুটখা ও তামাকজাত পানমশলা উৎপাদন ও বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গও সে পথে হেঁটেছিল। সেই নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা এর আগেও কয়েক বার বাড়ানো হয়েছে। এর আগে দু’বার গুটখা-সহ একাধিক তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রির উপর নির্দেশিকা জারি করেছিল নবান্ন। ২০১৩ সালে একবার এবং ২০১৯ সালে আরেকবার।

‘মদ, মাংস খাইয়ে বাহিনীকে বসিয়ে বুথ দখল তৃণমূলের স্ট্র্যাটেজি’, বক্তব্যে অনড় অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের বক্তব্যে অনড় ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। দু’দিন আগে তিনি বলেছিলেন, ‘২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মদ, মাংস খেয়ে চুপ করে বসেছিলেন ডিউটিতে আসা আধা সামরিক বাহিনী।’ প্রাক্তন সাংসদের এহেন বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে রবিবার আর্ম ফোর্স ওয়েলফেয়ার এস্যোসিয়েশন নামক ব্যানারে কাঁচড়াপাড়ার কাঁপায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এপ্রসঙ্গে এদিন রাতে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদের জবাব, ‘২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মদ, মাংস খাইয়ে আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের ম্যানেজ করেছিল তৃণমূল। আর ওদের ম্যানেজ করে তৃণমূলের গুন্ডারা বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দিয়েছিল।’ সুতরাং তিনি যা বলেছেন একদম সঠিক বলেছেন। তাঁর অভিযোগ, ২০২৪ সালে নির্বাচন কমিশনের গড়া এসওপি ঠিকমতো কাজ করেনি। এসওপি ঠিকমতো কাজ করলে তাঁরা ৩২টি আসন পেত। তাঁর দাবি, ‘তৃণমূলের ইন্ধনে কাঁকিনাড়া থেকে লোকেরা গিয়ে কাঁপায় রাস্তা অবরোধ করেছিল। অবরোধে কোনও প্রাক্তন সেনা কর্মী ছিলেন না। ওখানকার প্রাক্তন সেনা কর্মীরা সবাই বিজেপি করেন।’

নিখোঁজ অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আটদিন ধরে নিখোঁজ হরিশ্চন্দ্রপুরের এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে কোনও সুরাহা না হওয়ায় অবশেষে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই ছাত্রীর পরিবার। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সূত্র ধরে ওই ছাত্রীর খোঁজ শুরু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ ছাত্রীর নাম রোশনি খাতুন (১৫)। তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের খোকড়াগ্রামে। সে ভিঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত। গত রবিবার সন্ধ্যায় পাশের গ্রামে জলসা শুনতে যাওয়ার পর থেকেই রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। নিকট ছাত্রীর অভিভাবকেরা জানিয়েছেন, বাগমারা গ্রামে জলসা শুনতে গিয়েছিলেন তাদের মেয়ে। এরপর রাতে বাড়ি না ফেরাই ওই ছাত্রীর খোঁজ শুরু করেন পরিবারের লোকেরা। এরপর সোমবার এ ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের লোকেরা। পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন সূত্র ধরে ওই ছাত্রীর খোঁজ শুরু করা হয়েছে। আশেপাশে থানাগুলিতেও ওই ছাত্রীর ছবিও এবং বিশদ বিবরণও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলা হাটের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার হাওড়ার মঙ্গলা হাটের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য নতুন বাজার তৈরির কাজ শুরু করছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো কেএমডিএ হাওড়ার এক নম্বর কার্তিক দত্ত রোডে প্রায় আট বিঘা জমির উপর ১২তলা বাজার তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। মঙ্গলা হাটের ব্যবসায়ীরা ছাড়াও হাওড়া ময়দান এলাকায় যাঁরা ফুটপাথে হকারি করেন, তাঁদেরও এখানে স্থানান্তরিত করা হবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পাঁচ হাজারের বেশি ব্যবসায়ীর জন্য সেখানে স্থান সংকুলান করা হবে। ভবন নির্মাণের পুরো খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, গত বছর ওই বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য নতুন বাজার তৈরির নির্দেশ দেন। সেই মতো আধুনিক অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সম্পন্ন এবং প্রতি তলায় ২৪ ঘণ্টা পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ, শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকা ১২তলা এই বাজার তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কোন ব্যবসায়ী কোথায় দোকান পাবেন তা নিয়ে বর্তমানে সমীক্ষা চলছে বলে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ রায় জানিয়েছেন।

মহিলা সাংবাদিককে শ্লীলতাহানির অভিযোগে সাসপেন্ড তন্ময় ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির অভিযোগ বামনেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় পদক্ষেপ করল দল। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানান, এই ঘটনায় তাঁকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। এরই পাশাপাশি এদিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘আমি শুনেছি এক তরুণী সাংবাদিক অভিযোগ করেছেন। তন্ময় বরাবরই বাড়ি থেকে সাক্ষাৎকার দেন, যদিও জানি না কেন এটা করে। তবে যা অভিযোগ পেয়েছি তা খতিয়ে দেখা হবে। এটা কোনওভাবেই ছোট করে দেখা হবে না। আপনারাও কেউ ছোট করে দেখবেন না।’ এখানেই শেষ নয়। একইসঙ্গে মহম্মদ সেলিম এও জানান, তন্ময়বাবুকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কতদিনের জন্য, সেই সংক্রান্ত তথ্য পরে জানানো হবে। এই ঘটনায় উষ্মাপ্রকাশ করেছেন বামনেতা সুজন চক্রবর্তীও। তিনি বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দল পদক্ষেপ করছে।

সূত্রে খবর, তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রবিবার দুপুরে এক তরুণী সাংবাদিক ফেসবুক লাইভ করেন। সেখানেই তিনি দাবি করেন, এদিন তাঁর তন্ময় ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা ছিল। সেই মতো তিনি সিপিএম নেতার কাছে পৌঁছে যান। তাঁর অভিযোগ, ইন্টারভিউ নেওয়ার আগেই তন্ময়বাবু নাকি তাঁর কোলে বসে পড়েন। মহিলা স্পষ্টভাবে জানান, তিনি এসব পছন্দ করেন না। ওই সাংবাদিকের অভিযোগ, বরাবরই নিজের মাত্রার বাইরে গিয়ে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করেন তন্ময় ভট্টাচার্য। পছন্দ না হলেও বিষয়টাকে নিজের মতো করে এড়িয়ে যেতেন তিনি। তবে এদিন বিষয়টা মাত্রা ছাড়ানোয় ফেসবুক লাইভ করেন নিগৃহীতা। এবিষয়ে তন্ময়বাবু বলেন, ‘আমি ওকে চিনি। একাধিকবার সাক্ষাৎকার নিয়েছে। বরাবরই ঠাট্টা করি। এদিন দেখলাম লাইভে এরকম অভিযোগ করছে। সাক্ষাৎকারের কথা প্রসঙ্গ আমি ওর বাঁদিকের পায়ের উপর আঙুল রেখে বলেছি, এখানে? তাতে ও পোটেনশিয়াল রেপিস্ট বলে মন্তব্য করল। এত মানুষের সঙ্গে মিশি, এতজনের সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামি করি। কেউ কোনওদিন কিছু বলেনি। ওই মেয়েটিকে আমি মা বলে ডাকি। এমন কথা হতে পারে ভাবিনি।’

মেদিনীপুরে রবিবাসরীয় প্রচারে প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: হাতে আর কয়েকটা দিন। তাই প্রচারে সময় নষ্ট করতে চাইছে না কোনও রাজনৈতিক দল। মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রধান দুই প্রতিপক্ষ তৃণমূল এবং বিজেপি প্রার্থীরা প্রচারে নেমে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। রবিবাসরীয় প্রচারে সারাদিন তাদের ব্যস্ততা দেখা গেছে।

বিজেপি প্রার্থী শুভজিৎ রায় সকাল থেকে মেদিনীপুর শহরের কোতোয়ালি বাজার সহ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রচার সেরেছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে পথচলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ভোট প্রার্থনা করেছেন। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির মধ্যেই কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালি এলাকায় জনসংযোগ করেন। এদিন মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে প্রচার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী সুজয় হাজরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি মেদিনীপুর কেন্দ্রে ফের জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে তৃণমূলকে বিজয়ী করার আবেদন জানান।

উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম মহাদেব পাল (৭০)। বাড়ি ভদ্রকালী শখেরবাজার হাউসিং এলাকায়। রবিবার বেলায় ভদ্রকালী শখের বাজারের গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ঘটে মর্মান্তিক পরিণতি। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃদ্ধ দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে গঙ্গার ঘাটে স্নানে আসেন। প্রতিদিন সাঁতারও কাটতেন। রবিবার হঠাৎ স্নান করতে এসে তিনি জলের তলিয়ে যান।

খবর পেয়ে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে গঙ্গা থেকে। বিগত এক বছরে উত্তরপাড়া কোন্নগর এলাকায় ১৫ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে গঙ্গায় ডুবে। একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে পরপর এতজন মানুষের জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনা চিন্তায় ফেলেছে স্থানীয় প্রশাসনকে। এই কারণেই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটি স্থানীয় অফিস কোন্নগরে তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে পুরসভার পক্ষ থেকে।

শহীদ মিনারের ময়দানে বাজি বাজারের প্রস্তুতি।

দিওয়ালী উপলক্ষে রবীন্দ্র সরণিতে বিভিন্ন রকমের প্রদীপ বিক্রি হচ্ছে।

জানবাজার সম্মিলনী কালী পূজা সমিতির প্রতিমা ও আলোকসজ্জা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৮ অক্টোবর ২০২৪, ১১ কার্তিক, সোমবার

চিকিৎসকদের আন্দোলনের ‘অপমৃত্যু’ হয়েছে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গের ছয় কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনের আগে শহরে এসেছেন অমিত শাহ। শাহের এই বঙ্গ সফর ঘিরে অবশ্যই যে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে পদ্ম শিবির তাতে সন্দেহ নেই। ফলে এই উপ নির্বাচন ঘিরে তাঁরা এখন নতুন ভূমিকায় উজ্জীবিত। এরইমধ্যে ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে ফের একবার মুখ খুলতে দেখা গেল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। রবিবার বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে শুভেন্দু দাবি করেন, ‘চিকিৎসকদের আন্দোলনের অপমৃত্যু হয়েছে। কিছু বাম এবং অতি বাম এদের আন্দোলনকে বিপথে চালিত করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘নবান্ন অভিযানে না গিয়ে ভুল করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা।’

একইসঙ্গে একহাত নেন তৃণমূলকেও। বলেন, ‘চিকিৎসকদের আলাদা ফ্রন্ট তৈরি করেছে তৃণমূল। ডাক্তাদের আন্দোলনে চাপে ছিল সরকার। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের শুরুটা ভালো। ফিনিশিংটা ভালো নয়। তবে বিজেপি ছাড়বে না। দীপাবলির পর শুরু হবে।’ এদিন তাঁর কথায় বারবার ফিরে ফিরে আসে বাম-অতিবামদের প্রসঙ্গ। খানিক আক্ষেপের সুরে শুভেন্দু বলেন, ‘যেভাবে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পালকে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে সমগ্র মানুষের আন্দোলন থেকে তার বিচ্যুতি ঘটেছে। বাম এবং অতি বাম এই আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে।’

প্রসঙ্গত, ৯ অগস্ট অভয়া কাণ্ডের পর থেকেই পথে রয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। চলেছে মিছিল, হয়েছে অবস্থান বিক্ষোভ, অনশনেও বসেছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে দফায় দফায় কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবের সঙ্গে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী-চিকিৎসক সাক্ষাৎ নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট নন বিরোধী দলনেতা। বলেন, ‘জুনিয়র ডাক্তারদের সব ভাল লেগেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ আমার এবং মানুষের ভাল লাগেনি। অন্যভাবেও সরকারের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসচিবের মধ্যস্থতার দাবি করা উচিত ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা যে ফলপ্রসূ হতে পারে না এবং তা থেকে অশ্বডিম্ব হয় তা ফের প্রমাণিত।’

বাংলায় পরিবর্তনের ডাক মিঠুন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিলেন বিজেপি নেতা তথা রুপোলি পর্দার ‘মহাগুরু’ মিঠুন চক্রবর্তী। বঙ্গ বিজেপির অন্দরমহলে শিথিলতা নিয়ে কম জল্পনা শোনা যায়নি গত নির্বাচনে। এবার বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে দলের সংগঠন নিয়েও নিজস্ব মতামত পেশ করলেন মহাগুরু। এই প্রসঙ্গে তাঁর গলায় শোনা গেল ষাটের দশকের সেই চড়া নকশালপন্থী সুর। বলে রাখা শ্রেয়, উত্তর কলকাতার গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী অর্থাৎ আজকের এই মিঠুনের রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল নকশাল পর্বেই। তবে ঘটনাপ্রবাহে পারিবারিক চাপে রাজনীতি থেকে দূরে সরে মুম্বই পাড়ি দেন। তবে ফের তাঁকে সেই ফিরতেই হল রানজীতিতে। প্রথমে তৃণমূলের সঙ্গে সখ্যতা, এরপর একুশের বিধানসভার আগেই বড় চমক দেন বিজেপিতে যোগদান করে। রবিবার বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের অনুষ্ঠানে চুয়াত্তরের মিঠুন যেন স্মরণ করলেন সেই ২৮-এর গৌরাঙ্গকে। মঞ্চে থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানান, ‘আজ অভিনেতা হিসেবে নয়, আমি সেই ষাটের দশকের মিঠুন চক্রবর্তী বলছি। আমি রক্তের রাজনীতি করেছি। তাই রাজনীতির মারপ্যাঁচ আমার কাছে নতুন নয়। জানি, কোন পদক্ষেপে কোন কাজ হবে।’

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সামনেই মিঠুন এও জানান, ‘অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কেন প্রথম সারিতে সক্রিয়ভাবে থাকি না? কিন্তু আজ আপনারা যদি আমাকে জোর গলায় বলেন, বিজেপির সদস্য সংখ্যা ১ কোটি হবে, তবেই আমি আপনাদের ইচ্ছেপূরণ করব। আমিও কথা দিলাম, ২৬-এ এই মসনদ আমাদের হবে। তার জন্যে যা করতে হয় করব। আগামী নির্বাচনে এই সিংহাসন আমাদের হবেই। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সামনে বলছি- ‘কুছ ভি, মানে কুছ ভি।’- আর এই কথাটার একটা অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে। গত নির্বাচনের সময়ে আমি ২৭ দিন ময়দানে নেমে প্রচার করেছি। কিন্তু বাংলায় বিজেপির ফলাফল দেখে খুব দুঃখ পেয়েছি।’ এরই রেশ ধরে মিঠুন এদিন এও জানান, ‘আমাদের এরকম একজন কার্যকর্তা চাই, যাঁরা বুক চিতিয়ে সামনে এসে লড়বে। গুলি খেলেও নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকবে। যাঁরা টাকার বিনিময়ে কাজ করেন, আমাদের ওরকম কার্যকর্তার দরকার নেই। যদি অর্থের বিনিময়ে রাজনীতি করতেই হয়, তাহলে আমি করজোড়ে অনুরোধ করছি, বিজেপিতে যোগ দেবেন না। বিজেপি ছেড়ে দিন। তৃণমূলে যোগ দিন।’ এরই পাশাপাশি মিঠুনের সংযোজন, ‘যদি হিন্দু ভোটারদের ওঁরা ভোট না দিতে দেয়, তাহলে পরের বার আমরাও প্রস্তুতি সেরে রাখব যাতে ওঁদের ভোটাররা ভোট না দিতে পারে।’

প্রসঙ্গত, বঙ্গে এবার ১ কোটি প্রাথমিক সদস্য করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বিজেপি। সেই কর্মসূচি সভায় যোগ দিয়েই মিঠুন চক্রবর্তীর মন্তব্য, ‘নভেম্বর, ডিসেম্বর হোক বা আগামী বছরের মার্চ মাস, আমাকে দলের তরফে যেরকম নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন থেকে ২০ দিন আমি দলের জন্য রাখব। আর বাকি ১০ দিন কাজের জন্য। এবার শুধু আপনাদের সাহস আর সমর্থন চাই। তাহলে ২৬-এ আমরাই রাজত্ব করব। বাকি ২৬-এর মসনদ আমাদেরই হবে।’

ডানা আর বন্যার জেরে অগ্নিমূল্য সবজির বাজার

নিদস্ব প্রতিবেদন: অগ্নিমূল্য সবজি। প্রথমে পুজোর আগে বন্যার পরিস্থিতি বিভিন্ন জেলায় আর পুজোর পরই ডানা ঘূর্ণিঝড়ে সবথেকে ক্ষতির মুখে বাংলার কৃষকেরা। পুজোর আগে বন্যার আবহেই সবজির দাম যে অগ্নিমূল্য হতে চলেছে তার আভাস কিন্তু স্পষ্টভাবেই দিয়েছিলেন কৃষকেরা। এরপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে হাজির হয় ডানা। এবার ডানা বিদায় নিতেই কলকাতার বাজারগুলোতে বাস্তবিকই অগ্নিমূল্য সবজি। বিক্রেতারা বলছেন, বর্তমানে যা অবস্থা তাতে কালীপুজোর সময় আরও বাড়তে পারে দাম।

এদিকে ডানার প্রভাবে বৃহস্পতি-শুক্র একটানা বৃষ্টিতে জেলায় জেলায় জমিতে জমেছে জল। জমিতেই পচেছে সবজি। জোগানে পড়ছে টান। আর সেই কারণেই অগ্নমূল্য সবজির বাজার, এমনটাই জানাচ্ছেন কৃষক থেকে বিক্রেতারা। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে সেই উত্তর নেই কারও কাছেই। চিন্তার ভাঁজ সবার কপালেই।

এর পাশাপাশি খুচরো বিক্রেতারা আরও আশঙ্কার কথা শুনিয়ে বলেছেন, সবজি পচে গেলে পাইকারি বাজারেও দাম অনেক বাড়বে। তাতে তাঁদেরও বেশি দাম দিয়ে সবজি কিনে আনতে হবে। এরফলে চাপ বাড়বে ক্রেতাদের।

এদিকে রবিবার ছুটির দিনে কলকাতায় একাধিক বাজারে বেগুন বিক্রি হয় একশো টাকা কিলো দরে। মানিকতলা বাজারে কাঁচা লঙ্কা বিক্রি হতে দেখা গেছে প্রায় দেড়শো টাকা কিলো দরে, ভেন্ডি ৬০ টাকা, উচ্ছে ৮০ টাকা কেজি, টম্যাটো বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি দরে। বাকি শাক-সবজির দামও মোটের উপর ঊর্ধ্বমুখী।

বিনসের দাম ইতিমধ্যেই ডাবল সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকা কেজি দরে। শসা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কিলো দরে। গাজর সেখানে প্রায় ৮০ টাকা প্রতি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ফুলকপি তো ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকা প্রতি পিস বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতারা বলছেন, নতুন করে জমিতে ফলন না হলে জোগান বাড়বে না সবজির। আর তা না হলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হচ্ছে না।

সিভিকদের প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে কলকাতা পুলিশে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ। একুশ দিনের নন-রেসিডেনসিয়াল প্রশিক্ষণ দেবে কলকাতা পুলিশ।

লালবাজার সূত্রে খবর, প্রথম দফায় আগামী ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হবে এই প্রশিক্ষণ শিবির। প্রথম দফায় ১৬০ জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২৮ অক্টোবরের মধ্যে এই প্রথম দফার নামের তালিক জমা করতে হবে বলে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে লালবাজারের তরফে। এরপর ধাপে ধাপে সকলেরই প্রশিক্ষণ হবে।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের আবহে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা। আরজি কর কাণ্ডে এখনও যাঁকে মূল দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে এক সিভিক-ই। এরপরও গোটা রাজ্য থেকে একাধিকবার সিভিক ভলান্টিয়াদের বিরুদ্ধে উঠছে গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগ। এমনকী, সুপ্রিম কোর্ট এও নির্দেশ দিয়েছে হাসপাতাল ও স্কুলের মতো সংবেদনশীল জায়গায় সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা চলবে না। ফলত, বারংবার সিভিক ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়ায় এবার তাঁদের প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জমা জলে তড়িদাহতে মৃত্যু ছেলের, ‘ন্যায়’ চাইছেন বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৬ অক্টোবর শুক্রবার ডানার দাপটে দিনভর ঝড়-বৃষ্টি চলেছে কলকাতায়। তারই মাঝে সেই রাতেই শহরের বুকে তড়িদাহত হয়ে বেঘোরে প্রাণ হারান সৌরভপ্রসাদ গুপ্ত নামে এক তরুণ।

শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছিল জাস্টিস দ্বারকানাথ রোডে। সেখানে তাঁর বাবার একটি ভুজিয়ার দোকান রয়েছে। তড়িদাহতের ঘটনা কিভাবে ঘটল তার তদন্তে নেমে সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে জমা জলে টাল সামলাতে না পেরে ঠেলাগাড়ি ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল সৌরভ প্রসাদ। আর তখনই তড়িদাহত হয় সে। ওই ঠেলা গাড়িতে হাত রাখতেই বিদ্যুতের প্রবাহে লাল হয়ে উঠেছিল গাড়ির ধাতব অংশ এমনটাই জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এরপরই নজরে আসে ঘটনাস্থল থেকে অদূরেই মিটার ঘরের চারিদিকে তারের জটলা। সেই তার থেকেই বিদ্যুৎ টেনে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের বিজ্ঞাপনী বোর্ডে আলো জ্বালানো হয়েছিল। সেই বোর্ডের বিদ্যুতেই মারা যান সৌরভ।

২২ বছরের ছেলেকে অকালে হারিয়ে শোকে পাথর গনেশ প্রসাদ গুপ্তা। বাবা গণেশ প্রসাদের মুখে এখন একটাই কথা, ‘জাস্টিসের’ দাবি তুলে তিনি জানান, ‘হামকো কুছ নেহি চাহিয়ে, হামে বস ‘ন্যায়’ চাহিয়ে।’ এদিকে সৌরভ প্রসাদের পরিবার সূত্রে খবর, এবার কলেজের তৃতীয় বর্ষে ওঠার কথা ছিল তাঁর। পুলিশে চাকরির জন্য ফর্ম ফিলাপও করেছে সে। কিন্তু শুধুমাত্র অসুস্থ বাবার পাশে দাঁড়াতে, পরিবারের অন্ন জোগানোর জন্য এলাহাবাদ থেকে ভবানীপুরের জাস্টিস দ্বারকানাথ রোডে এসেছিলেন। কারণ, সেখানে তাঁদের নিজেদের বহুপুরনো দোকান রয়েছে। সেই ব্যবসা সামলাতেই কলকাতায় আসা তাঁর। কিন্তু পারিবারিক ব্যবসা সামলে আর বাড়ি ফেরা হল না সৌরভের।

নৈরাজ্যের অবসান চাই, একই দাবিতে আওয়াজ তুললেন পরেশ-রূপক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার ছুটির দিন নৈহাটিতে চুটিয়ে প্রচার সারলেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের প্রার্থীরা। তবে এদিন নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের শহর নৈহাটি। গরুরফাঁড়ি মোড়ে প্রচার পর্বে আচমকা মুখোমুখি হয়ে গেলেন দুই বিরোধী দলের প্রার্থী। একজন নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বর্ষীয়ান কংগ্রেস প্রার্থী পরেশ নাথ সরকার। আরেকজন তরুণ বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র। সাক্ষাৎ হতেই সিনিয়র লিডার দাবি করে পরেশ বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন গেরুয়া প্রার্থী রূপক মিত্র। পরেশ বাবুও রূপককে গলা জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিলেন। ক্ষণিকের আলাপচারিতায় উভয়েই বার্তা দিলেন, রাজ্য থেকে নৈরাজ্যের অবসান এবং নৈহাটির মানুষ যাতে লাইনে দাঁড়িয়ে শান্তিতে ভোট দিতে পারেন, তা নিয়ে। শ্মশান নগরী আবার যেন ভালো নগরীতে পরিণত

হয়, সেটাও চাইলেন দুই বিরোধী প্রার্থী। তবে গণতান্ত্রিক অধিকার যারা কেড়ে নিচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিলেন কংগ্রেস-গেরুয়া প্রার্থী। প্রচারে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস প্রার্থী তথা রক্তদান আন্দোলনের নেতা পরেশ নাথ সরকার বলেন, ‘বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করলাম। রূপক পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছেন। এটাই কিন্তু ভারতীয় সমাজ জীবনের সংস্কৃতি।’ পরেশবাবুর সংযোজন, ‘আরজি কর থেকে শুরু করে কৃষ্ণনগর, জয়নগর, কুলতলিতে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি থাকবে। ২০২৬ সাল আর বেশিদিন নেই। আসল নির্বাচন হবে ২০২৬ সালে। এটা উপনির্বাচন। ভোট লুঠ কিংবা গণনায় কারচুপি না হলে এবং মানুষ ভোট দিতে পারলে জয় নিশ্চিত।’ পরেশ বাবুর হুঁশিয়ারি, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রেখে ভুতুরে ভোট দেওয়া চলবে না।

জুনিয়র ডাক্তারেরা কী করবে নিজেরাই জানেন না: অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে একই সুর শোনা গেল তমলুকের বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায়। রবিবার সল্টলেকের ইজেডসিসি অডিটোরিয়ামে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি নেতা জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে জানান, ‘ডাক্তারদের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। কিন্তু পরে রাজনৈতিক নেতাদের প্রায় প্রত্যক্ষ যোগ দেখা দেয়। এই আন্দোলনকে ওভাবে চ্যানেলাইজ করা উচিত হয়নি। এটা রাজনৈতিক আন্দোলন হওয়ায় তা অন্ধগলিতে ঢুকে পড়ল। যা উচিত হয়নি। এখন এরা কী করবে, তা নিজেরাই জানে না।’

প্রসঙ্গত, রবিবার সকালেই জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে সমালোচনা করতে শোনা গিয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গলায়। তাঁর কথায়, ‘চিকিৎসকদের আলাদা ফ্রন্ট তৈরি করেছে তৃণমূল। কিছু বাম এবং অতি বাম এদের আন্দোলনকে বিপথে চালিত করছে। যেভাবে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলকে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দেওয়া হয়েছে, তাতে সমগ্র মানুষের আন্দোলন থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। অনিকেত মাহাতোরা ভুগছেন। বাম এবং অতি বামদের জন্য এই আন্দোলনের অপমৃত্যু হয়েছে।’ এরই পাশাপাশি সুকান্তর দাবি, জুনিয়র ডাক্তারদের নয়া সংগঠন জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন বকলমে তৃণমূলেরই। তাঁদের এসব বক্তব্যের অবশ্য বিরোধিতা করেছেন দেবাশিস হালদাররা। চিকিৎসকদের আন্দোলনকে রাজনীতির ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বলে পালটা দাবি তাঁদের। প্রায় একই সুর শোনা গেল অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায়।

দলের নেতাদের এহেন বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য ভিন্নমত দিলীপ ঘোষের। তিনি বললেন, ‘অরাজনৈতিক আন্দোলনে কোনো পরিবর্তন হয় না, আগেই বলেছিলাম। এতেও তাই হয়েছে। আর তাছাড়া ডাক্তারদের এই আন্দোলনে আসলে কি নির্যাতিতার পরিবার সুবিচার পেল বা তাঁদের কী হল, সেটাও ভাবার বিষয়।’

দীপাবলি, কালীপুজোয় অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুমে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবার কড়া নজরদারি রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের। এর পাশাপাশি এই ইস্যুতে নিজেদের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকেও সতর্ক করতে দেখা গেল লালবাজারকে। কালীপুজো নিয়ে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা জানান, ‘কালীপুজো ও দীপাবলিতে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না বলে আমরা আশাবাদী। তবুও আমরা সবদিকে সতর্ক রয়েছি। গত কয়েকদিন ধরে কিছু কিছু ঘটনা আমরা দেখছি। সোশ্যাল মিডিয়াতেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে নজরদারি চালিয়ে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেসব ব্যাপারে এখনই বিস্তারিত কিছু বলতে চাইছি না। কলকাতা পুলিশের সমস্ত ইউনিটকে এব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স শাখাকে আরও সক্রিয় করা হয়েছে। কোথাও বিশৃঙ্খলার খবর পেলে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নেবে।’

এদিকে রাজ্যে অশান্তি ছড়ানোর একটা চক্রান্ত চলছে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। দুর্গাপুজোর সময়ও তা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সতর্কও করেন। এদিকে শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘দুর্যোগের সুযোগে কেউ কেউ দুষ্টুমি করতে পারে, অশান্তির ছক হতে পারে। দাঙ্গার একটা পরিস্থিতি হয়েছিল। পুলিশ, গোয়েন্দাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। সামনে কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে।’

উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর সময় হাওড়ায় গ্রামীণে একটি ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এদিন সিপি হাওড়ার ঘটনার প্রসঙ্গে টেনে সতর্ক করেন পুজো উদ্যোক্তাদেরও। পাশাপাশি, সাইবার প্রতারণা নিয়েও

শহরবাসীকে এদিন সচেতন করেন নগরপাল। তিনি জানান, উৎসবের সময় অনলাইনে কেনাকাটা করে থাকেন। অনলাইনে শপিং করতে গিয়ে অনেকেই সাইবার প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। অনলাইন কেনাকাটায় আরও সচেতন হতে হবে মানুষকে। সাইবার প্রতারণার শিকার হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

এদিকে, কালীপুজোয় নিষিদ্ধ বাজি রুখতে পুলিশ কঠোর মনোভাব নিয়েছে তাও জানান নগরপাল। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানান, নিষিদ্ধ বাজি রুখতে ধড়পাকড় চলছে পুলিশের। এদিন সিপি বলেন, নিষিদ্ধ বাজি যিনি বিক্রি করবেন এবং যিনি কিনবেন উভয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একমাত্র পরিবেশবান্ধব বাজি ব্যবহার করা যাবে। নিষিদ্ধ বাজি রুখতে পুজো উদ্যোক্তাদেরও সচেতন হতে নির্দেশ দেন। কালীপুজোয় বাজি ফাটাতে গিয়ে অনেক সময় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দেখা যায় ঘটনার সময় দমকল ও অ্যাম্বুল্যান্স প্রবেশ করতে পারে না। দমকল ও অ্যাম্বুল্যান্সের প্রবেশ পথে যাতে কোনও বাধা না থাকে পুজো আয়োজকদের সেদিনে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

পুলিশি ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও সক্রিয় করার উপায় নিয়েও ভাবা চাই

প্রভাবশালীদের বাঁচাতে অতি-সক্রিয়তা, নাগরিকের বিপন্নতায় নিষ্ক্রিয়তা; পুলিশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নতুন নয়। বিশেষত নারীহিংসা, শিশুহিংসার মামলায় পুলিশের ভূমিকা বহু সমালোচিত। নিখোঁজ শিশু বা মহিলাদের পরিবার থানায় গেলে তাদের আকুতিকে উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য করার পুলিশি অভ্যাস দুর্ভাগ্যজনক। ধর্ষণের অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করা, কথা বলে মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া, এই ধরনের বিধিলঙ্ঘনও থামেনি। পুলিশ অপরাধীকে ধরবে না, বা ধরলেও তদন্ত হবে না, এই ধারণা থেকেই অভিযুক্তকে 'শিক্ষা দেওয়া'র প্রবণতা তৈরি হয় স্থানীয় মানুষের মধ্যে। বহু ক্ষেত্রেই তার ফল হয় আরও বড় অন্যায়। পূর্ব মেদিনীপুরে ধর্ষণ-অভিযুক্তকে গণপ্রহার তারই দৃষ্টান্ত। আর জি কর কাণ্ডে পুলিশের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে জনমানসে যে উষ্মা তৈরি হয়েছে, তাতে কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যুকে পুলিশ 'আত্মহত্যা' বলে দাবি করলেই পুলিশের উপরে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। পুলিশ আদৌ নাগরিকের নিরাপত্তায় নিয়োজিত, না কি তাকে আড়াল থেকে কেবলই নিয়ন্ত্রণ করছেন কোনও ক্ষমতাসীন নেতা-মন্ত্রী, সেই সন্দেহ নাগরিকদের বিপন্ন, বিচলিত করছে। কথায় কথায় তাই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার শরণাপন্ন হতে চাইছেন নাগরিক। পুলিশি ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে সরকার-নিয়োজিত বিভিন্ন কমিটি নানা সময়ে যে সব সংস্কারের সুপারিশ করেছে, তার অধিকাংশই উপেক্ষা করেছে সংসদ, এবং বিভিন্ন দলের সরকার। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পুলিশ বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর দুর্বলতা। যথেষ্ট পুলিশকর্মীর অভাব তো আছেই। সেই সঙ্গে রয়েছে অপরাধী দ্রুত চিহ্নিত করার আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের অভাব। পেশাদারিত্বের সঙ্গে তদন্ত ও সাক্ষ্য সংগ্রহের ব্যবস্থায় প্রচুর ফাঁক রয়ে গিয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে পুলিশকে কাজে লাগানোর নকশা ভারসাম্যহীন, ভারতে এক জন 'ভিআইপি'-পিছু তিন জন পুলিশ, যেখানে ৬৬৩ জন নাগরিক-পিছু এক জন পুলিশ। এর ফলে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত, সাক্ষ্য সংগ্রহের মতো কাজগুলি উপেক্ষিত হয়। পুলিশের সততার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখার সঙ্গে, পুলিশি ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও সক্রিয় করার উপায় নিয়েও ভাবা চাই। শুধুমাত্র অনাস্থা প্রকাশ করে শেষ বিচারে আইনের শাসনকে দুর্বলতর না করে যথাযথ সচেতনতা তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবি তোলাও নাগরিক সমাজের কর্তব্য।

শব্দবাণ-৮৪

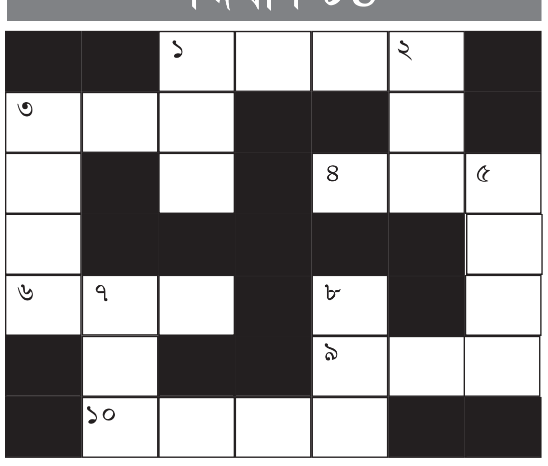

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কাছাকাছি অবস্থিত ঘরবাড়ি ৩. বোধ, অনুভূতি ৪. কুঞ্চিত চুল ৬. নরক ৯. প্রকাশ, প্রদর্শন ১০. মিলন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দক্ষিণা ২. নানাবর্ণযুক্ত, চিত্রবিচিত্র ৩. অন্যায়ভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে আনা হয়েছে এমন ৫. শিল্পী ৭. ঘোর অন্ধকারময় ৮. বলবৎ, কায়েম।

সমাধান: শব্দবাণ-৮৩

পাশাপাশি: ২. কৌমুদীপতি ৫. লজ্জা ৬. কাবা ৭.পাকা ৮. রব ১০. হরিবাসর।

উপর-নীচ: ১. খাপ ২. কৌতুকাবহ ৩. দীপ ৪. তিলকাধার ৯. সেবা ১১. রিক্ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

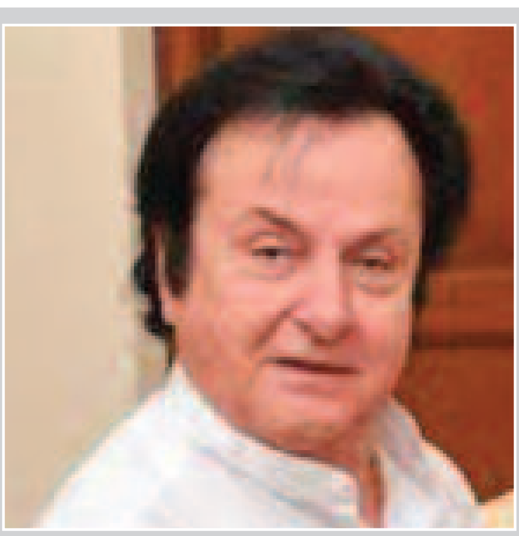

জর্জ বেকার

১৯৪৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জর্জ বেকারের জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় হরপ্রীত গিলের জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট বক্সার অশোককুমারের জন্মদিন।

ভুত চতুর্দশীর আগে বঙ্গবাসীর ভুতচর্চা

তাপস চট্টোপাধ্যায়

আমরা জানি যে, ভুত নামক 'অদ্ ভুত' এই প্রাণীদের, থুড়ি শ্রেণীদের কোন নির্দিষ্টি অবস্থান থাকে না। যুগ যুগান্তরে দেশ এবং কালের গন্ডি পেরিয়ে এদের অবাধ বিচরণ। নির্দিষ্টি কোন ভৌগলিক পরিবেশে নয়, নেই জাতিধর্ম বর্ণের ভেদ। পোষাক পরিচ্ছদ কিংবা নির্দিষ্টি খাদ্যাভ্যাসের বালাই নেই। দ্বীপদ, চতুস্পদ, আপদ না বিপদ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র, অথবা সামাজিক রীতিনীতিরও ধার ধারে না। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, পাশপোর্ট, ভিসা, আইনী বাধ্যবাধকতার গেরো নেই। এককথায় অশরীরী এই গোষ্ঠীর কাজই হল কল্পনার বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ানো।

বঙ্গ সংস্কৃতিতে অবশ্য ভুতেদের লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।পুরুষদের ভুত এবং মেয়ে ভুতেদের পেত্নি বলা হয়। এছাড়াও শিশু কিশোর সাহিত্যে ভুতেদের একাধিক শ্রেণী বিভাগেরও হদিস মেলে । যেমন অল্পবয়সী বিবাহিতা মেয়েরা অপঘাতে মারা গেলে তাদের শাঁকচুন্নি বলা হয় তেমনি পৈতেধারী কুলিন ব্রাহ্মণ মারা গেলে ব্রহ্মদত্তি হয়। সাধারণত সাদা ধুতিতে তেঢ্যাঙা লম্বা, মাথায় টিকি, এমন অবয়বেই এরা দৃশ্যমান হয়ে থাকে। গেরস্থের বাড়ির হেঁসেলে মাছভাজার গন্ধে 'মেছোভুতেদের' আনাগোনা বাড়ে। গ্রামের শুনশান মেঠোপথে টাটকা মাছ নিয়ে আসার সময় মেছোভুতেদের পিছু নেওয়ার গা শিরশিরে ঘটনার উল্লেখ বাংলা সাহিত্যের একাধিক ভৌতিক রচনায় পাওয়া যায়। এছাড়াও ভুত সাহিত্যে গাঁগঞ্জের পটভুমিকায় হাড় হীম করা 'স্কন্ধকাটা' ভুতেদের দৌরাত্ম্য কম নয়। পুরুষ অথবা মহিলা, রেলে কাটা পড়লে বা দূর্ঘটনায় মারা গেলে তারাই স্কন্ধকাটা শ্রেণীতে গণ্য হয়। 'পেঁচাপেঁচি', এরা জোড়াভুত। গভীর জঙ্গলে অথবা গ্রামাঞ্চলের বাঁশবনে গভীর রাতে পথচলতি নিরীহ বাসিন্দাদের অযথা উত্যক্ত করে। এছাড়াও আছে 'আলেয়া'। জলাভূমিতে আলোর ঝলকে জেলেরা বিভ্রান্ত হয়ে পাঁকে আটকে প্রাণসংশয়ের ঘটনারও উল্লেখ থাকে। বাংলা সাহিত্যে অবশ্য 'আলেয়া' নামক শব্দকে মায়া কিংবা প্রহেলিকার প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। একাধিক গল্প উপন্যাসে গ্রামাঞ্চল, এমনকি মফস্বলেও 'নিশি' নামক অদৃশ্য ভুতের আনাগোনার উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র লোকমুখেই প্রচলিত যে, নিশির ডাকে একবার সাড়া দিলে নাকি তার আর বাঁচার আশা থাকে না।

অবশ্য এটা মনে করা হয় যে, নিশিকাল (গভীর রাত) থেকেই এমন নামকরণ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে কোথাও কোথাও 'কাঁদরা মা' নামক একধরনের দস্যি ভুতের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামের আশেপাশে রাত গভীর হলেই সন্তান শোকে মায়ের আর্তনাদ আর ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। দয়ালু গ্রামবাসীদের কেউ উদ্ধার করতে গেলেই মৃত্যু নিশ্চিত।

বঙ্গবাসী ভুতেদের আবাসন নিয়ে ভুতপ্রেমী সাহিত্যিকদের অবশ্য কোন প্রকার মতান্তর নেই। শহর অথবা মফস্বলে, পোড়োবাড়ি অথবা দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত বাড়িই 'ভুতের বাড়ি' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। গ্রামবাংলায় অবশ্য ভুত সমুদায়ের বসবাসের ঠিকানা হল গাছ। ভুতেদের রকমফের অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন গাছ যেমন, শেওড়া, তাল, দেবদারু, অশথ, ইত্যাদিতেই তারা বাসা বাঁধে। অবশ্যই বেলগাছকে একমাত্র ব্রহ্মদত্তির আবাসন হিসেবেই মনে করা হয়। এছাড়াও ভুতের পালেরা অবশ্য জঙ্গলে, তেপান্তরে অথবা ভুসুন্ডির মাঠে খোলা হাওয়ায় থাকতেই বেশি অভ্যস্ত।

বাংলা সাহিত্যের মতোই বাংলা ভাষাতেও ভুতের আধিপত্য কম কিছু নয়। শব্দ, প্রতিশব্দ, ধাতুরূপ, বাগধারা ,সবেতেই ভুতুম ভুতি। গল্প, উপন্যাস, গানে কবিতায়, ভুত ছাড়া লেখকের আবেগ যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। যেমন কোন বিস্ময়কর বিষয়কে সঠিক বিশ্লেষণ করতে 'অদ্ভুত ' বলা যায় তেমনি কোন কদাকার বিষয়ে বলাই যায় 'কিম্ভূত' অথবা ' কিম্ভূতকিমাকার'। কোন প্রাক্তনকে 'ভূতপূর্ব' বিশেষণে বিভূষিত করা হয় আবার বিগতপূর্বে ঘটে নি এমন বিষয়ের বিশ্লেষণে বলা হয় 'অভূতপূর্ব' । গা ছমছমে কোন ঘটনাকে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত করতে 'ভুতুড়ে' অথবা 'অদ্ভুতুড়ে'ই যথেষ্ট। বাঙালির কথায় বার্তায়, আড্ডায়, তর্জায়, ভুত শব্দটির বাগধারা যেন অপরিহার্য বলে মনে হয়। যেমন পারিশ্রমিকহীন কাজকে 'ভুতের ব্যাগার খাটা', অত্যাধিক এবং অপ্রয়োজনীয় বাজে খরচকে 'ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ', অনর্থক দায়িত্ব প্রতিপালনকে বলাই যায় 'ভুতের বোঝা'।

রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে আছে, 'প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভুতের বোঝা।' এছাড়াও যেকোন অতিপ্রাকৃতিক অবয়বের শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণেও 'ভুতের মতো' বাগধারার ব্যবহার হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় ভৃত্যের দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনায় কবি লিখেছেন 'ভুতের মত চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর ...।' আবার কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় আঁধারকে আরো ভয়ার্ত করে লিখেছেন 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ ...।' এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে সাধারণত মস্তিষ্কজনিত অথবা স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত পুরুষ এবং মহিলাদের 'ভুতে পেয়েছে' বলেও প্রচার করা হয়। যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত সোরগোল কে বলা যায় 'ভুতের নেত্য'। শিশুপাঠ্য ঠাকুমার ঝুলিতে যেমন ভুতের উপদ্রব শিশুদের মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তেমনি দস্যি শিশুদের নিজেদের বশে রাখতে বয়স্করা প্রায়শই 'একানোড়ে' (একপেয়ে ভুত) 'জুজুবুড়ি' (পক্ককেশ সত্তরোর্ধ মহিলা) ইত্যাদি কাল্পনিক ভুতের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। ভুত নামক আঙ্গিক শুধুমাত্র শিশুপাঠ্যেই নয়, শিশুদের নামকরণের ক্ষেত্রেও নজরে আসে। যেমন, গায়ের রং কালো, গোলগাল শিশুদের অনেকসময়ই আদর করে 'ভুতনাথ' অথবা 'ভুতো' বলে সম্বোধন করা হয়। এমনিতে কথায় কথায়ও ভুতের দৌরাত্ম কম নয় । যেমন, 'সরষের মধ্যে ভুত' ছোট ঘটনার মধ্যে যখন বড় কোন ষড়যন্ত্রের হদিস মেলে তখন কথার মাঝে এই কথাটাই আসে । অনৈতিক অথবা সংঘবদ্ধভাবে লুটপাটকে বলা যায় 'বারো ভুতে' আবার কোন অসৎ ব্যক্তি যখন সততার প্রচার করে তখন অনায়াসেই বলা যায় 'ভুতের মুখে রামনাম'।

এযাবৎকাল পর্যন্ত বঙ্গসংস্কৃতিতে একমাত্র রামের নাম ছাড়া ভুত তাড়ানোর অন্য কোন নিদান আবিষ্কৃত হয়েছে বলে শোনা যায় নি। শহর, গ্রাম, মফস্বল, গহন বন হোক বা তেপান্তরের মাঠ, খোলা ছাদ হোক বা হানাবাড়ির আনাচেকানাচে, ভুতপ্রবণ এলাকায় রাম নামের জপই বঙ্গবাসীর একমাত্র ভরসা। মা ঠাকুমার আমল থেকে লোকমুখে প্রচলিত ছড়া 'ভুত আমার পুত / পেত্নি আমার ঝি / রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে/ করবে আমার কি?' আজও সমান লোকপ্রিয়।

ভুতসাহিত্য অথবা সাহিত্যে ভুতের উপদ্রব নতুন কিছু নয়। একঝাঁক প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের কলমে একাধিক ভুতের কাহিনী পাঠকসমাজকে থরহরি কম্পমান হওয়ার উপক্রম করেছে। শরদিন্দুর প্রথম উপন্যাস 'প্রেতপুরী' ভুতবিজ্ঞানী বরদাকে নিয়ে। এরপর 'রক্ত খদ্যেত', 'টিকটিকির ডিম', 'মরণভোমরা', 'অশরীরী', 'সবুজ চশমা', 'বহুরূপী', 'প্রতিধ্বনি', 'আকাশবাণী', 'দেহান্তর', 'নীলকর', 'মালকোষ' ইত্যাদি পাঠককুলকে ভয়ে সিঁটিয়ে দিয়েছে।

বিভুতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ ভুতগল্প 'তারানাথ তান্ত্রিক' আজও পাঠকসমাজের কাছে সমান উপভোগ্য ।

এছাড়াও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'হানাবাড়ির খপ্পরে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'জঙ্গলবাড়ির বৌরাণী', সত্যজিত রায়ের 'অনাথবাবুর ভয়', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাত্তিরবেলা একা একা', সমরেশ বসুর 'সোনার শিকলি গলায় বাঁধা', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'ঘব', লীলা মজুমদারের 'ভুতের বাড়ি', শিবরাম চক্রবর্তীর 'দশ নম্বর বাড়ির রহস্য', অতীন বন্দোপাধ্যায়ের 'কার হাত?', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ভুতের বাডি', প্রমথনাথ বিশীর 'পাশের বাড়ি ', ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাতের অতিথি' ইত্যাদি ভুতের গল্প সেকাল থেকে একালেও সমান মনোগ্রাহী। একালের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পঁচিশটি সেরা ভুতের গল্প' শিশু কিশোর থেকে বয়স্কদের কাছে আজও সমান উপভোগ্য।

ভুতের ছায়া শুধুমাত্র সাহিত্যেই নয়, দশকের পর দশক ধরে বাংলা ছায়াছবিতে এর দাপট আজও কিছুমাত্র কম নয়। যদিও বাংলা কাহিনী চিত্রে নিখাদ ভুতের গল্প কম নেই তথাপি একাধিক গোয়েন্দা গল্পের পটভূমিতে ভুতের উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ১৯৫০ এ নরেশ মিত্র পরিচালিত প্রথম ভুতের ছবি 'কঙ্কাল' মুক্তি পায়। ১৯৫২ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত ছবি 'হানাবাড়ি' সেকালের ভুতপ্রেমী দর্শকদের কাছে বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়।

১৯৬০ এ তপন সিংহের ছবি 'ক্ষুদিত পাষাণ'। পরের বছরই রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পের কোলাজকে অবলম্বন করে সত্যজিত রায় তৈরি করেন 'তিনকন্যা'। এই ছায়াছবির দ্বিতীয়টি ছিল নির্ভেজাল ভুতের গল্প। ১৯৬৯ এ সত্যজিত রায়ের 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ছায়াছবিতে দরাজহস্তে দেখা যায় 'ভুতের রাজা'কে । ১৯৭১ এ 'কুহেলি' ছায়াছবিতে টানটান রহস্যের মোড়কে আসলে প্রাধান্য পেয়েছে ভুত। অবশ্য ভুতপ্রেমী দর্শকদের আশা পূর্ণ হয় ১৯৮৯ সালে। মুক্তি পায় একশো শতাংশ ভাম্পায়ার ছবি 'নিশিতৃষ্ণা'। ১৯৯৮ এ রবি কিনাগীর ছবি 'পুতুলের প্রতিশোধ' এ আগাগোড়াই ছিল ভুতের প্রাধান্য।

এরপর ২০০৩ সালে ভুত ফ্যানটাসিতে মুক্তি পায় 'পাতালঘর'। ২০১২ সালে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে মুক্তি পায় আগাগোড়া ভুতনির্ভর ছায়াছবি 'গোঁসাই বাগানের ভুত'। ২০১২ সালে পরিচালক অনীক দত্তের 'ভুতের ভবিষ্যত' তো ভুত নামক নির্ভেজাল নিরপেক্ষ অশরীরীকেও আদালতের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। ২০১৩ সালে শীর্ষেন্দুবাবুর কাহিনী অবলম্বনে হরনাথ চক্রবর্তীর 'গয়নার বাক্স' এবং সায়ন্তন মুখার্জির 'অদভুত' মুক্তি পায়। এই দুটি সিনেমাতেই শুরু থেকে ছিল ভুতের আধিপত্য। ২০১৪ সালে মুক্তি পায় সন্দীপ রায় পরিচালিত 'চার' এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'চতুস্কোণ'। দুটো ছবিতেই কমন থিম ছিল মৃত্যু, কিন্তু পরিবেশটা হয়েছিল ভৌতিক। ওই বছরেই বিরসা দাশগুপ্তের 'অভিশপ্ত নাইটি' তে সরাসরি ভুতের হানা না থাকলেও নেপথ্যের ঘটনাক্রমে দর্শক আসনে একটা হালকা ভৌতিক আমেজ সংক্রমিত হয়েছিল। ২০১৪ সালে তো একের পর এক ভুতুড়ে ছবি রিলিজ হতে শুরু করে। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'খাদ', 'ভুত ভুতুড়ে সুমুদ্দুরে' এবং নব্বুই মিনিটের ছবি 'লুডো'। এরপর ২০১৭ সালে বিরসা দাশগুপ্তের ছবি 'সব ভুতুড়ে' দর্শক মনে তেমন দাগ কাটতে পারেনি।

ভুত ভীতিকে সার্বিকভাবে ছোটদের ঘাড়ে চাপিয়ে বড়রা নিজেদের হয়তো বীরপুরুষ প্রমাণ করতে চান তবু ভুতের ভয় থেকে রেহাই পেতে কে না চায়। বিশেষ করে বাঙালিরা তো এব্যাপারে এক পা এগিয়েই থাকেন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন অর্থাত কালিপূজার আগের দিন ভুতদেবতাকে খুশি করতে সাড়ম্বরে আয়োজিত হয় 'ভুত চতুর্দশী'। ১৪ শাক, ১৪ প্রদীপ জ্বালিয়ে ১৪ পুরুষদের চলে আবাহনের প্রয়াস। গোটা বছরটা নিরুপদ্রবে কাটানোর জন্য কাকুতিমিনতি। এরপরেও ভুতের আনাগোনার হিসাব কেই বা রাখে?

জ্ঞানের ঘাটতিতেই বিকৃত মনের ধর্ষকদের উৎপত্তি

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরজিকর কাণ্ডের তিলোত্তমা ধর্ষণকাণ্ড যেন বারবার জানান দিচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে সেক্স এডুকেশনের (sex education) প্রয়োজনীয়তা প্রবল ভাবে রয়েছে। সেক্সএডুকেশন অর্থাৎ যৌনশিক্ষা সমাজের মাধ্যমে তৈরি ভুল তথ্য এবং জ্ঞানের ঘাটতির ফলে সৃষ্ট যে শক্ত প্রাচীর সেটাকে ভেঙে দেয় এবং একটা নারী ও পুরুষকে সঠিক যৌন বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত করে। বলাই বাহুল্য যৌনশিক্ষা একজন নারী বিশেষ করে পুরুষের ব্যক্তিত্বকে আরো উন্নত করতে সহায়তা করে তাদের মধ্যে থেকে যৌন হিংস্রতা দূর করতে সহায়তা করে। এই যৌনশিক্ষা বা সেক্স এডুকেশন সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্কুলগুলি প্রথম তাদের পাঠ্যক্রমে সেক্স এডুকেশন বিষয়টি তুলে ধরে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা মনে করে যে পুরুষের সাথে নারীর যৌন সঙ্গম এক প্রকার পুরুষের নারীর প্রতি কর্তৃত্বকর স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং পুরুষ কেও জানা উচিত নারীর যৌন সম্মান বিষয়টির আদ্যোপান্ত। সেক্স এডুকেশন এর মাধ্যমে বর্তমান সমাজ নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা, মহিলার প্রজনন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়বস্তুর কথা, সম্মতির বয়স সম্পর্কিত তথ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক তথ্য, শরীর স্থান এবং মহিলার বয়সন্ধির সাথে যৌন অঙ্গের পরিবর্তন জনিত বিভিন্ন তথ্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে জানতে পারে। মার্কিন বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্যবিদ বার্ট মন্তব্য করেছিলেন, 'সেক্স এডুকেশনের মাধ্যমে একটি নারী ও পুরুষের শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য গুলি চিহ্নিত করা যায়'। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সঠিক যৌনতা সম্পর্কে ধারণা দেয় যার মাধ্যমে একজন পুরুষ একজন নারী সম্পর্কে ধারণা করতে পারে এবং একজন নারী একজন পুরুষের সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে। বার্টের এই সূত্র ধরেই ২০০৮ সালে মার্কিন স্বাস্থ্যবিদ কেয়ারনি সেক্স এডুকেশন কে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃক ব্যাপক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে তোলে। তিনি ধর্ষণ অর্থাৎ রেপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন বর্তমান সমাজে মানুষ এতটাই অত্যাধুনিকতায় ও পারম্পরিক শিক্ষায় ডুবে গেছেন যে এখন কোথাও দেখা যাবে না কোন পরিবারে বাবা-মা তার সন্তানদের সাথে সেক্স অর্থাৎ যৌনতা নিয়ে আলোচনা করছে। যার ফলস্বরূপ। রীতিমত সেক্স বা যৌনতা ব্যাপারটি আস্তে আস্তে হয়ে উঠছে নিষিদ্ধ। বয়সন্ধির ফলে কৈশোর থেকে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা সেক্স অর্থাৎ যৌনতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারছে না এর ফলে তাদের কাছে বিষয়টি অধরা রয়ে যাচ্ছে। কথায় আছে আমাদের যে জিনিসটা বেশি করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, বেশি করে বারণ করে দেওয়া হয় আমাদের মন সেই দিকেই বেশি আকর্ষিত হয়। সুতরাং এই বাধা থেকেই কিছু পুরুষ তার মধ্যে মধ্যে সুপ্ত কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে যৌন নিগ্রহ করে একটি মহিলাকে যা ধর্ষণ নামে পরিচিত। জৈবিকভাবে যৌন চাহিদা মেটানোর তাগিদ শিশুর বয়সন্ধিকাল থেকে শুরু হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে শুরু হয় এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে শুরু হয় ১২ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। সুতরাং সেক্স এডুকেশনের ভূমিকা বর্তমানে ধর্ষণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে হারিয়েছে। ভারত এখনো তথাকথিত চিরাচরিত অর্থাৎ স্টিরিওটাইপ পরম্পরা থেকে এখনো পর্যন্ত বের হতে পারিনি তাই ভারতে সেক্স এডুকেশন এর বিষয়টি প্রসার ঘটেনি। মার্কিন বিজ্ঞানী বার্ট এর মতে, সেক্স এডুকেশন এর প্রয়োজনীয়তা একজন প্রাপ্ত মনস্ক যুবকের বেশি করে প্রয়োজন কারণ ধর্ষণ বা রেপ এরমানসিকতা একজন সম্পূর্ণ প্রাপ্ত মনস্ক যুবকের মধ্যে থেকেই আসে, কৈশোরে পদার্পণকারী কোন ছেলের মধ্যে থেকে নয়। আমাদের দেশে যৌনতা এবং এ বিষয়ে জ্ঞানের অভাবের কারণে অথবা সেই বিষয় নিয়ে কথা বলতে না পারার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেকে হয়েছে যৌনতার শিকার। যৌনতার সঠিক ব্যাখ্যা না পাওয়ার ফলে তাদের মনে তৈরি হয়েছে বিকৃত মানসিকতা যাকে বলা হয় বিকৃত যৌনতা বা Paraphilia। এই বিকৃত যৌনতার ফলস্বরূপ আমাদের রাজ্য তথা দিয়ে দেশে প্রায়ই ধর্ষণ শ্লীলতাহানি, কিশোরী গর্ভপাত ও আরো নানান ধরনের অসামাজিক নক্কার জনক ঘটনা চোখে পড়ছে।

সেক্স এডুকেশন এর জন্য সাধারণ উপায় বা মাধ্যমসমূহ হল পারিবারিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রচার অভিযান এবং পুরুষ ও মহিলাকে বয়সন্ধির সময় থেকেই সেক্স এডুকেশন সম্পর্কে অবগত করে তোলা। এছাড়া সেক্স এডুকেশন এর সাথে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। যার মাধ্যমে ধর্ষণ ও কু রুচি মনোভাবাসম্পন্ন ব্যক্তির মন থেকে যৌন বিকৃতি জনিত মানসিক চিন্তা দূর করে দেওয়া সম্ভবপর হতে পারে। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে আমাদের দেশের সমস্ত স্কুলে না হলেও বড় বড় স্কুলগুলিতে অবশ্যই পাঠ্যক্রমে সেক্স এডুকেশনের এর অনুপ্রবেশ ঘটানো উচিত। আমাদের দেশে সেক্স এডুকেশন আরো বেশি করে প্রয়োজন তার পিছনের প্রধান কারণ হল লিঙ্গ সম্মানের তারতম্য। আমাদের দেশের এখনো বিভিন্ন জায়গায় লিঙ্গ বৈষম্য চোখে পড়ে যা ধর্ষকদের(স্খদ্দ্বস্ঠ)চালিত করে। এই লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে সেক্স এডুকেশন অপরিহার্য কারণ সেক্স এডুকেশন এর মাধ্যমে নারী ও পুরুষ লিঙ্গসম্মান সম্পর্কে জানতে পারে। এছাড়া সেক্স এডুকেশন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ খর্ব করে এবং যৌন সম্মতি ও সীমানা সম্পর্কে কিশোর-কিশোরী তথা যুবক যুবতীদের সতর্ক করে যা যৌন নিগ্রহ অনেকটাই হ্রাস করতে সহায়তা করে।ড্ডঙ্ক্ষঞ্চঞ্জ এর মতে ২০১০ সালের একটি পর্যালোচনা থেকে উঠে এসেছে যে'লিঙ্গ-ভিত্তিক' পাঠ্যক্রম , শিক্ষার উপাদান যা যৌন শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে সমতা বৃদ্ধি করে , যে প্রোগ্রামগুলি লিঙ্গ বিবেচনা করে না তার চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ হ্রাসে বেশি কার্যকর। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের আরজিকর মেডিকেল কলেজের ধর্ষণকাণ্ডের ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে সে ক্ষেত্রেও সেক্স এডুকেশন বা যৌনশিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শুধু স্কুল কলেজ নয় সমস্ত মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতেও যৌন শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা উচিত। শিক্ষাই মানুষকে সঠিক পথে চালিত করে এবং করে তোলে একটি সমাজবদ্ধ জীব।

লেখক: অ্যাকাডেমিক রিসার্চার

আনন্দকথা

স্কুলের কর্তপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেরা এ-সব বিষয় দেখেন তো ভাল হয়।

(ঈশ্বরকথাই কথা — 'আত্মানং বা বিজানীথ অন্যাং বাচং বিমুঞ্চথ')

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাদের কাছে আসিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিতেছেঠন, ''কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে।'' নরেন্দ্র বলিলেন, ''এঁর সঙ্গে স্কুলের কথাবার্তা হচ্ছিল। ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।'' ঠাকুর একটু ওই সকল কথা শুনিয়া মাস্টারকে গম্ভীরভাবে বলিতেছেন, ''এ-সব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কতা বই অন্য কথা ভাল নয়। তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ-সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না।'' (নরেন্দ্রের বয়স তখন ১৯/২০, মাস্টারের ২৭/২৮) মাস্টার অপ্রস্তুত। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে খাওয়াইতেছেন। ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আবারও ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে বিজেপি প্রদীপ মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিজেপি পেছনের দরজা দিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গত নির্বাচনে ২০০ টিরও বেশি সিট পেয়ে তারা ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখেছিল। শেষ পর্যন্ত ৭৭-এ থেমে যেতে হয় তাদের। এখন সেখান থেকে অনেকেই সরে যাচ্ছে। তাই অমিত শাহ হোক বা বিজেপির নেতা-নেত্রীদের স্বপ্ন দেখায় কোনও বাধা নেই আমাদের দেশে। এখন ছাব্বিশে ক্ষমতায় আসার নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে। এবার ফের নতুন করে তারা ঘোষণা করলেও বাংলার মানুষ তার উচিত জবাব দেবে। বাংলায় এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাব্বিশের এর নির্বাচনে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দেওয়ার প্রসঙ্গে রবিবার দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তৃণমূলের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রবিবার বিকেলে কাঁকসার রাজবন্ধের একটি ম্যারেজ হলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন কাঁকসা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের দলীয় কর্মী সমর্থকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা, পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী সদস্যরা এবং জেলা পরিষদের কাঁকসা ব্লকের সদস্যরা ছাড়াও দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

রানিগঞ্জের বেসরকারি কারখানায় কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ২ শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্প তালুকে জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড নামক এক বেসরকারি লৌহ ইস্পাত কারখানায় শনিবার গভীর রাতে প্রায় ১৩৯ মিনিট নাগাদ দুই কর্মী কর্মরত অবস্থায় এক পাইপ সরানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, মৃত দুই শ্রমিক একজন ঠিকা কর্মী বছর কুড়ির দেবজ্যোতি সরকার বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া ব্লকের বাসিন্দা ও অপরজন বিহারের সারান জেলার বছর পঞ্চাশের রাকেশ সিং বলে জানা গিয়েছে।

ওই অংশের কর্মীরা জানান, গত কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টির পর কারখানার তিন নম্বর ইউনিটে পাইপ সরানোর কাজ করছিল ঠিকা কর্মী কর্মী দেবজ্যোতি সরকার সে সেই সময় বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শে চলে আসায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে বিষয়টি সিনিয়র সুপারভাইজার রাকেশ সিং লক্ষ্য করে তাকে সরাতে গেলে সেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এ বিষয়টি অন্য সকল কর্মীরা লক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে, কারখানা কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনার খবর পাওয়ার পর পরই মৃতের পরিবার-পরিজন ও শ্রমিকেরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতৃ স্থানীয়রা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানায়।

এ মুহূর্তে কারখানা চত্বরে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব স্থানীয়রা বৈঠক করে দাবি আদায়ের সচেষ্ট হয়েছে। জানা গেছে, ওই ঠিকাকর্মী সাতদিন আগে কাজে যোগ দিয়েছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ এ মুহূর্তে ওই কর্মীদের পরিজনদের ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। একই সঙ্গে সৎকারের জন্য ৫০ হাজার টাকা ও ঠিকা সংস্থার পক্ষ থেকে জীবন বিমা বাবদ টাকা শ্রমিকদের প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কারখানায় সূত্রে শেষ পর্যন্ত জানা যায় যে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা ও ঠিকা সংস্থার পক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করার জন্য তারা স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

'চোট লাগার পর প্রথম ফোন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিল'

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: বোতল ভেঙে হাতে আঘাত লাগে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আহত হওয়ার পরেই তাঁর শারীরিক অবস্থা জানতে প্রথম কে ফোন করেছিলেন? হুগলিতে এক দলীয় সভা থেকে সেই তথ্য সামনে আনলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ।

দিল্লিতে যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক চলাকালীন বোতল ভেঙে আহত হন শ্রীরামপুরে তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাতে গুরুতর আঘাত লাগে। কল্যাণ জানান, তাঁর চোট লাগার খবর সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ফোন আসে তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

হুগলির রিষড়ায় তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন কল্যাণ। সেখানে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণ বলেন, 'পাঁচখানা সেলাই পড়েছে আমার হাতে। রক্তে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। প্রথম ফোনটা আমি যাঁর কাছ থেকে পাই, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন আছো তুমি!' তাঁর নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।'

এরপরেই কল্যাণের সংযোজন, 'নেতা এখান থেকেই তৈরি হয়। হৃদয়ের মধ্যে থাকবে। আমি হুগলি সংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁইকে বলেছি আর কিছুদিন যাক, অভিষেক ফিরেছে। তাঁর শরীরটা একটু ভালো হোক। তারপর আমরা সবাই মিলে সেনাপতির সামনে একটা বড় মিটিং করব।'

প্রসঙ্গত, সামনেই রাজ্যের ছয়টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন রয়েছে। তার আগে জেলায় জেলায় বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে বেশ কিছু জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের টাকা তোলার বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। সেই প্রসঙ্গে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণ বলেন, 'কারও চোখরাঙানি সহ্য করবেন না। সিপিএম বলে কিছু নেই। কী এমন আন্দোলন তার জন্য পাঁচ কোটি টাকা তুলতে হল। আমরাও অনেক আন্দোলন করেছি। আন্দোলন করেছি বলেই আমরা ৩৪ বছরের সিপিএমকে ধুলিসাৎ করে দিতে পেরেছি।'

অকাল বৃষ্টির সঙ্গে হাতির তাণ্ডব, বিপুল ক্ষতির মুখে চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একদিকে ডানার বৃষ্টি, অন্যদিকে ৩০টি হাতির তাণ্ডব, জোড়া ফলায় বিদ্ধ হয়ে বিপুল ক্ষতির মুখে বিষ্ণুপুরের একরের পর একর কৃষি জমির ফসল, মাথায় হাত কৃষকদের।

একদিকে ডানার প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ফসলের লোকসান আর অন্যদিকে একরের পর একর জমির ফসল সাবাড় করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ৩০ থেকে ৩২ টি হাতির দল। এই জোড়া ফলার মাঝে পড়ে চূড়ান্ত লোকসানের মুখে বাঁকুড়ার বাঁকাদহ রেঞ্জের হাজার হাজার কৃষক।

চলতি বছর বর্ষা ভালো হওয়ায় জেলার অন্যান্য অঞ্চলের মতোই বাঁকুড়ার বাঁকাদহ রেঞ্জেও আমন ধানের চাষ ভালো হয়েছিল। পুজোর আগে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি হলেও তারপর আদা, লাউ, সহ বিভিন্ন মাচা সবজি ও শীতকালীন সবজির চাষ শুরু করেছিলেন এলাকার কৃষকরা। কিন্তু তীরে এসে তরি ডোবার মতো একদিকে ডানার আক্রমণ আর অন্যদিকে হাতির দলের উৎপাতে এখন দিশেহারা বাঁকাদহ রেঞ্জের খড়িডোবা, বগডহরা, জামশোল সহ আশপাশের গ্রামগুলির কৃষকেরা। গত বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সীমানা পেরিয়ে ৩০-৩২টি হাতির দল প্রবেশ করে বাঁকুড়ার বাঁকাদহ রেঞ্জের জঙ্গলে। সন্ধ্যা নামলেই গত ২ দিন ধরে হাতির দল জঙ্গল ছেড়ে নেমে আসছে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল লাগোয়া ধান ও সবজির জমিতে। হাতির হানায় একরের পর একর জমিতে হানা দিয়ে তছনছ করে দিচ্ছে ধান, সবজি ও ফসলের জমি। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো এখন আবার হাতির দলের তাণ্ডবে একরের পর একর ফসল নষ্ট হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে তাঁদের। বন দপ্তরের দাবি, হাতিগুলির গতিবিধি যতটা সম্ভব জঙ্গলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পুরনো কর্মীদের সংবর্ধনা দিতে তপশিয়াতে হল তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সারা রাজ্যের পাশাপাশি জঙ্গলমহলে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী সভা। দলীয় কর্মী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদান ও আগামী বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করল ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ব্লকের তপশিয়া কন্যাশ্রী মঞ্চে হয় বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা প্রমুখ। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা তৃণমূলের সভাপতি দুলাল মুর্মু আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেন। ব্লক তৃণমূলের সভাপতি টিঙ্কু পাল দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আগামী বিধানসভা ভোটে ব্লক থেকে বিপুল ভোটে জয়ী করার বার্তা দেন। এছাড়াও আগামী দিনে

বুথ স্তরে দলীয় সংগঠন আরও মজবুত করতে দলীয় কর্মীদের একত্রিত ভাবে লড়াই করার বার্তা দেন। প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের কাছে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায় রাজ্যের বিরোধী দুই দল বিজেপি ও সিপিএম। তৃণমূলের বিপুল জয়ের পর কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী নেতারা। কিন্তু আদতে তাদের একের পর এক শক্ত ঘাঁটি দুমড়ে-মুচড়ে দেয় তৃণমূলের সৈনিকরা। এবার টার্গেট সামনের বিধানসভা ভোট।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড
(পূর্বেকার টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
TITAGARH
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬
কর্পোরেট অফিস: টিটাগড় টাওয়ার্স ৭৫৬ আনন্দপুর, ই.এম-বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭, CIN: L27320WB1997PLC084819
টেলি: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩, ই-মেল: corp@titagarh.in ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,০৫৬.৯৫	৯০৩.০৫	৯৩৫.৪৫	১,৯৬০.০০	১,৮৪৬.২১	৩,৮৫৩.৩০	১,০৫৬.৯৫	৯০৩.৪৫	৯৩৫.৪৫	১,৯৬০.০০	১,৮৪৬.২১	৩,৮৫৩.৩০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	১১৫.০১	৯৪.৪৬	৯৪.৮৮	২০৯.৪৭	১৮৪.৯৩	৩৯৭.০৫	১১৫.০১	৯৪.৪৬	৯৪.৮৮	২০৯.৪৭	১৭৯.১৪	৩৯১.১৯
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১১৫.০১	৯৪.৪৬	৯৪.৮৮	২০৯.৪৭	১৮৪.৯৩	৩৯৭.০৫	১১৫.০১	৯৪.৪৬	৯৪.৮৮	২০৯.৪৭	১৭৯.১৪	৩৯১.১৯
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৮৫.১২	৭১.৩১	৭০.৮৯	১৫৬.৪৩	১৩৮.৪৬	২৯৬.৯১	৮০.৬৯	৬৭.০১	৭০.৫৯	১৪৭.৭০	১৩২.৩৭	২৮৬.১৫
৫	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী অচলতি কার্যাদি থেকে	-	-	-	-	-	-	-০.২৮	-০.০৫	০.১৯	-০.২৩	০.১৯	-২.২৯
৬	সময়কাল -এর জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৮৪.০৪	৭১.২৯	৭০.৪৫	১৫৫.৩৩	১৩৯.০৫	২৯৬.৯৭	৭৯.৯২	৬৬.৯২	৭০.০৪	১৪৬.৮৪	১৩২.৯২	২৮৬.৪৭
৭	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৫.৪৩	২৬.৯৩	২৫.৪৩	২৬.৯৩	২৫.৪৩	২৬.৯৩	২৫.৪৩	২৬.৯৩	২৫.৪৩	২৬.৯৩
৮	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	২,২০১.২৭	-	-	-	-	-	২,১৯১.৪০
৯	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ২/- টাকা) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)												
	মূল (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৬.৩২	৫.৩০	৫.৬০	১১.৬২	১১.২৫	২৩.৩০	৫.৯৯	৪.৯৮	৫.৫৮	১০.৯৬	১০.৭৬	২২.৪৬
	মিশ্রিত (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৬.৩২	৫.৩০	৫.৬০	১১.৬২	১১.২৫	২৩.৩০	৫.৯৯	৪.৯৮	৫.৫৮	১০.৯৬	১০.৭৬	২২.৪৬

দ্রষ্টব্য
১. কোম্পানির পণ্যগুলির উপর ভিত্তি করে অপারেটিং বিভাগগুলি "মালবাহী রেল সিস্টেম" (যার মধ্যে জাহাজ নির্মাণ, সেতু এবং প্রতিরক্ষা অন্তর্ভুক্ত) এবং "যাত্রীবাহী রেল সিস্টেম" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com এবং www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.titagarh.in) -তে পাওয়া যাবে।
৩. উপরের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে ২৬ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬ অক্টোবর, ২০২৪

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
পৃথীশ চৌধুরী
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 08509158

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার অধিগৃহীত)
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস কলকাতা - ৭০০০০১

আমাদের রবীন্দ্র সরণি, হাজরা রোড, সল্ট লেক সেক্টর ৫ এবং খিদিরপুর শাখা স্থানান্তরের জন্য লিজে অফিস প্রেমিসেস এর নিমিত্ত টেন্ডার আহ্বানের নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক রবীন্দ্র সরণি শাখা, হাজরা রোড শাখা, সল্টলেক সেক্টর ৫ শাখা এবং খিদিরপুর শাখা স্থানান্তরের নিমিত্ত **রবীন্দ্র সরণি এরিয়া, হাজরা রোড এরিয়া, সল্ট লেক সেক্টর ৫ এরিয়া এবং খিদিরপুর ফ্যান্সি মার্কেট এরিয়ায় ১২০০-১৪০০ বর্গফুট মাপের** একতলায়/দোতলায় (স্টিলট) পার্কিং/অপার্কিং সুবিধা সহ ১০/১৫/২০ বছরের মেয়াদে লিজের ভিত্তিতে (নির্মিত/ নির্মীয়মান প্রেমিসেস) অফিস প্রেমিসেস প্রস্তাবে রাজি এমন স্বত্বাধিকারীগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক) টেন্ডার আহ্বান করছে।
টেন্ডার ফর্ম নিম্নোক্ত ঠিকানায় **২৮ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে** ২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি/বিপিও আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে আদায় দিয়ে পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **১১ নভেম্বর ২০২৪**।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা : ৭০০০০১

তারিখ : ২৮.১০.২০২৪ **জোনাল ম্যানেজার/ডিজিএম**

বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে

বিজ্ঞাপনেব জন্য যোগাযোগ করুন
৯৩৩১০৫৯০৬০

সন্দেশখালিতে বিজয়া সম্মিলনীতে মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সিপিএমকে দুমুখো সাপের সঙ্গে তুলনা করে কটাক্ষ করলেন বরানগরের অভিনেত্রী বিধায়ক সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় সম্মিলনী অনুষ্ঠিত জনসভায় পরিণত

হয়। ধামাখালিতে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরজি কর প্রসঙ্গে তিনি এমনই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সিপিএম বলেছিল উৎসবে নেই। অথচ সেই পুজোর সময় উৎসবকে সামনে রেখেই স্টলে করে ভিক্ষে করতে কৌটো নিয়ে বসে পড়েছিল। ওদের দেখে গিরগিটিও লাল সালাম দেবে, ওরা দুমুখো সাপ। সিপিএমের পাশাপাশি এদিন বিজেপিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। এদিনের বিজয়া সম্মিলনীতে বসিরহাটের সদ্য প্রয়াত সাংসদ হাজি শেখ হাজির নুরুল ইসলামের জন্য নীরবতা পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে তৃণমূলের পুরনো নেতা কর্মীদের ব্যাচ উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি, হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ,পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল: sbi.10263@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি হাওড়া শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(২০০২ এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতা কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি হাওড়া** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এ/সি নং সহ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অনুপম সিং** বাসস্থান- **শ্যাম রেসিডেন্সি,** ফ্ল্যাট নং- ৯ডি, ৯ম ফ্লোর, ব্লক- ১ পূর্বতন ব্লক-২, ৭১/বি, নিউ কর্ড রোড, পোস্ট- আউথপুর, থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১২৮ -তে। লোন এ/সি- ৪১৩৫৪৭৩৩০৯৭(এইচবিএল) এবং ৪১৩৫৬৩৬৮৭৮০ (সুরক্ষা)	**সম্পত্তির বিবরণ:- (ফ্ল্যাটের বিবরণ)** ব্লক নং-১ পূর্বতন ব্লক-২- এর নবম ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাট নং-৯ডি-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল উল্লিখিত বিল্ডিং-এর পরিমাপ কমবেশি ১২৯৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ, ভিট্রিফাইড টাইলস ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা সহ যার প্রেমিসেস নং- ৭১/বি, নিউ কর্ড রোড, পোস্ট- আউথপুর, থানা-জগদ্দল, মৌজা-মুলাজোড়, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১২৮, সেইসঙ্গে বিল্ডিংয়ের নীচের জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত পরিবর্তনশীল শেয়ার সহ আনুপাতিক অবিভক্ত বিল্ডিংয়ের অ্যাপার্টমেন্টের সাধারণ অংশ এবং সাধারণ সমস্ত অধিকারের পরিবর্তনশীল শেয়ার। **ফ্ল্যাটটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** খোলা আকাশ; **দক্ষিণে-** প্রবেশদ্বার, লিফট, লবি এবং খোলা স্থান; **পূর্বে-** খোলা আকাশ; **পশ্চিমে-** ফ্ল্যাট নং-৯ই দ্বারা। **সম্পত্তিটি** ২০২২ সালের দলিল নং- ১৯০৩১০১৬৮-এর মাধ্যমে **শ্রী অনুপম সিং-এর নামে** আছে যা অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স অফিস এআরএ- ৩ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -তে বুক-আই, ভলিউম নং-১৯০৩- ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৮৬৯৩০ থেকে ৪৮৬৯৫৫ পর্যন্ত-তে নিবন্ধিত।	১) ১৮.০৬.২০২৪ ২) ২৩.১০.২০২৪ ৩) ৩১,০৮,৪৫২/- টাকা (একত্রিশ লক্ষ আট হাজার চারশো বাহান্ন টাকা মাত্র) ১৮.০৬.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ খরচ, আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি।
২.	**শ্রী মনীশ চক্রবর্তী পিতা- মনোরঞ্জন চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী স্বামী- মণীশ চক্রবর্তী** উভয়েরই বাসস্থান- ফ্ল্যাট নং ১-এ, ১ম ফ্লোর, **প্রিয়াঙ্কা অ্যাপার্টমেন্ট** ১২৩, ড. বি.সি. রায় রোড (ওজিজি রোড) পোস্ট ও থানা- নোয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১২৭ তে। লোন অ্যাকা. - ৪০৮৮৭৫৬৭১৯৭ (এইচবিএল) এবং ৪০৮৮৭৫৬৭২৬৬ (সুরক্ষা)	**সম্পত্তির বিবরণ:-** তথায় থাকা **"প্রিয়াঙ্কা অ্যাপার্টমেন্ট"** হিসাবে নামিত এবং চিহ্নিত করা জি + ৪ বহুতল বিল্ডিং সহ ৪ (চার) কাঠা ১ (এক) ছটাক ১৪ (চৌদ্দ) বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং যার মৌজা - নোয়াপাড়া, জেএল ২ আরএস দাগ নং ৮৯৩/৯২৪ খতিয়ান নং ১১৭২ এর অধীনে এলআর দাগ নং ৩৮৯৪ খতিয়ান নং ২৭১১ এর সাথে সম্পর্কিত থানা - নোয়াপাড়া, হোল্ডিং নম্বর ১২৩, ড. বি.সি. রায় রোড (ওজিজি রোড) হিসাবে পরিচিত এবং চিহ্নিত করা এডিএসআরও ব্যারাকপুর এর এখতিয়ারের মধ্যে গারুলিয়া পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত যা **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে-** হরিপদ চক্রবর্তীর বাড়ি দ্বারা; **দক্ষিণে-** নোয়াপাড়া বাই লেন; **পূর্বে -** বি.সি. রায় রোড (ওজিজি রোড); **পশ্চিমে-** শ্রী সমরেশ রায়ের সম্পত্তি দ্বারা। **(ফ্ল্যাটের বিবরণ)** ১ম ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে), সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং. ১-এ এর সকল যার আছে টাইলস ফ্লোর এবং লিফট সুবিধা সহ পরিমাপ কমবেশি ৯৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ, সিঁড়ির আনুপাতিক অংশ, করিডোর এবং কমন প্যাসেজ সহ জমির আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার উল্লিখিত **"প্রিয়াঙ্কা অ্যাপার্টমেন্ট"** নামে পরিচিত এবং চিহ্নিত করা জি + ৪ বহুতল ভবনের যার মৌজা - নোয়াপাড়া, জেএল ২ আরএস দাগ নং ৮৯৩/৯২৪ খতিয়ান নং ১১৭২ এর অধীনে এলআর দাগ নং ৩৮৯৪ খতিয়ান নং ২৭১১ এর সাথে সম্পর্কিত থানা- নোয়াপাড়া, হোল্ডিং নম্বর ১২৩, ড. বি.সি. রায় রোড (ওজিজি রোড) হিসাবে পরিচিত এবং চিহ্নিত করা এডিএসআরও ব্যারাকপুর এর এখতিয়ারের মধ্যে গারুলিয়া পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত যা **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** খোলা আকাশ; **দক্ষিণে-** সিঁড়ির কেস, লিফট এবং ফ্ল্যাট ১বি; **পূর্বে-** খোলা আকাশ; **পশ্চিমে-** খোলা আকাশ দ্বারা। **সম্পত্তিটি শ্রী মণীশ চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী -এর নামে রয়েছে** যার ২০২২ সালের দলিল নং-১৯০২০৬৫৪৭ এবং অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিউরেন্স এআরএ-২ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের অফিসে, বই-আই, ভলিউম নং-১৯০২-২০২২, পৃষ্ঠা ২৬১৪২৭ থেকে ২৬১৪৬২ পর্যন্ত -তে নিবন্ধিত।	১) ০৬.০৫.২০২৪ ২) ২৩.১০.২০২৪ ৩) ২৪,০৪,০৮৫/- টাকা (চব্বিশ লক্ষ চার হাজার পঁচাশি টাকা মাত্র) ০৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ খরচ, আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি।

তারিখ: ২৩.১০.২০২৪
স্থান: পঞ্চাননতলা, হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যূনিয়ন বৈংক Union Bank of India আন্ধ্রা Andhra কর্পোরেশন Corporation

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার **বাস্তবিক /প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **২৯.১১.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা।
প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি-র বিশদ উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৯.১১.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৮.১১.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার ই-বিক্রয় ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) অকশনের তারিখ ও সময় ঘ) বিড/ইএমডি জমার তারিখ	মোট বকেয়া ২৩.০৯.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সুদর্শন সিডস প্রাঃ লিঃ** **শাখা: বর্ধমান প্রধান শাখা (৫৪১৫৪১)** **সম্পত্তি - ১ :** বোরহাট, বক্সিরাম মাড়োয়ারি লেনে অবস্থিত দোতলা আবাসিক বিল্ডিং সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা - বর্ধমান, জে.এল. নং ৩০, এল.আর. প্লট নং ৩৩২৬ ও ৩৩২৯, এল.আর. খ নং ৮০০৯, ৮৭৫৩, ১১০৯১, বর্ধমান পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৮, পোস্ট - নতুনগঞ্জ, থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান। জমির পরিমান ১৯ ডেসিমেল, শ্রেণী- বাস্তু। **স্বত্বাধিকারী: শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল,** পিতা- ছোটলাল খান্ডেলওয়াল, **শ্রী গৌতম খান্ডেলওয়াল এবং শ্রী দীপক খান্ডেলওয়াল** উভয়েরই পিতা- শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল। **চৌহদ্দি:** উত্তর - শ্রী প্রদীপ শর্মার বাড়ি, দক্ষিণ - শ্রী দিলীপ খান্ডেলওয়ালের কমন ওয়াল বিল্ডিং, পূর্ব - ১২' এবং ৪' প্রশস্ত রোড, পশ্চিম - শ্রী দিলীপ খান্ডেলওয়ালের বিল্ডিং কমন ওয়াল ও অন্যান্যদের জমি দ্বারা।	ক. ২,০০,৫৭,০০০/- টাকা খ. ২০,০৫,৭০০/- টাকা গ. ২৯.১১.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ২৮.১১.২০২৪	৭,৬০,৬৬,০৬৯.০০ টাকা (সাত কোটি ষাট লক্ষ ছেষট্টি হাজার উনসত্তর টাকা মাত্র)
	সম্পত্তি - ২ : মাকুরগ্রাম গ্রামে অবস্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা - বনহামবীরপুর, জে এল নং ২৭২, এল আর খতিয়ান নং ৬০৭/২৫২/৮৮, আর এস খতিয়ান নং ৩৮, আর এস প্লট নং ৮৯০, হাল দাগ নং ১০৪০ নাররাহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - নাররাহ, থানা - বাঁকুড়া, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৫৫. জমির পরিমান ১৩৪ ডেসিমেল। শ্রেণী- ৮২ ডেসিমেল (কারখানা) এবং ৫২ ডেসিমেল (বাগান)। **স্বত্বাধিকারী: শ্রী দীপক খান্ডেলওয়াল,** পিতা- শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল। **চৌহদ্দি:** উত্তর- অন্যান্যদের বাগান, দক্ষিণ - ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা এবং অন্যদের বাগান, পূর্ব - অন্যদের পুকুর, পশ্চিম - গৌতম খান্ডেলওয়াল এর খোলা জমি দ্বারা ।	ক. ২,৬৬,৭৬,০০০/- টাকা খ. ২৬,৬৭,৬০০/- টাকা গ. ২৯.১০.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ২৮.১০.২০২৪	
	সম্পত্তি - ৩ : বোরহাট, বাক্সিরাম মাড়োয়ারি লেন, হোল্ডিং নং ১০ ও ১২ -তে অবস্থিত খালি জমি সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা - বর্ধমান, জেএল নং ৩০, এলআর খতিয়ান নং ৫০৯০, ২৪৭, এলআর প্লট নং ২৬৩৫, ২৬৩৬ বর্ধমান পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ২৮, পোস্ট- নতুনগঞ্জ, থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন -৭১৩১০২। জমির পরিমান ৩.৮১ কাঠা। পার্টিশন দলিল নং ১৬৪২ তারিখ: ২৭-০২-২০১৩ এবং এর সংশোধনী পার্টিশন দলিল নং ৩২৬৫ তারিখ: ২৫-০৪-২০১৩। **স্বত্বাধিকারী: শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল,** পিতা প্রয়াত ছোটলাল খান্ডেলওয়াল, **শ্রী গৌতম খান্ডেলওয়াল এবং শ্রী দীপক খান্ডেলওয়াল** উভয়েরই পিতা- শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল। **চৌহদ্দি:** উত্তর - মোহনলাল খান্ডেলওয়ালের বাড়ি, দক্ষিণ - বোরহাট পৌরসভার রাস্তা দ্বারা, পূর্ব - অন্যদের জমি দ্বারা, পশ্চিম - অন্যদের জমি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার - ৭০৬৩৫ ৮৯৯৩০**	ক. ৪১,১৪,০০০/- টাকা খ. ৪,১১,৪০০/- টাকা গ. ২৯.১০.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ২৮.১০.২০২৪	

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়** হবে ২৮.১১.২০২৪ কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং এছাড়াও পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** -এ যান।
দরদাতাদের নিবন্ধনের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে দয়া করে **https://www.ebkray.in** দেখুন। নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্থাৎ **https://www.ebkray.in** যোগাযোগের মাধ্যমে, **হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -এ পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

তারিখ: ২৫.১০.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রেশনে কারচুপি, দুর্নীতি সহ নানা অভিযোগ, বিপুল পরিমাণ জরিমানা ডিলারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রেশন সামগ্রী বণ্টনে কারচুপি এবং সরকারি খাদ্য সামগ্রীতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে কালিয়াচক ৩ ব্লকের এক রেশন ডিলারকে ৭ কোটি ৮৬ হাজার টাকা জরিমানা করল জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তর। পাশাপাশি ওই রেশন ডিলারের লাইসেন্সও বাতিল করে তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। যদিও ওই রেশন ডিলার পাল্টা খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেভাবে সরকারি খাদ্য সামগ্রীতে দুর্নীতি করেছে ওই রেশন ডিলার, তাতেই এই বিপুল টাকার অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে।

মালদা জেলা খাদ্য নিয়ামক শাশ্বত সুন্দর দাস জানিয়েছেন, সদর মহকুমা খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে কালিয়াচক ৩ ব্লকের সাহাবানচক অঞ্চলের রেশন ডিলার আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে আপাতত সাসপেন্ড করে ৭ কোটি ৮৬ হাজার টাকার জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। যদিও ওই ডিলার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়াচক ৩ ব্লকের সাহাবানচক অঞ্চলে রয়েছে ওই রেশন ডিলারের দোকান। ২০১৫ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে রেশন কার্ডের অপব্যবহার, সরকারি খাদ্য সামগ্রী বণ্টনে দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে ওই ডিলারের বিরুদ্ধে। এবিষয়েও রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার অফিসেও ওই রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে কয়েক মাস আগে একটি অভিযোগও দায়ের হয়। পাশাপাশি জেলা খাদ্য দপ্তরেও ওই ডিলারের বিরুদ্ধে নানান দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে গণস্বাক্ষর সম্বলিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ রেশন গ্রাহকেরা। এরপরই বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় তদন্ত। তাতেই একের পর এক রেশন সামগ্রী বণ্টনে অনিয়ম, খাদ্য সামগ্রী বিলির ক্ষেত্রে কোনরকম স্লিপ ইস্যু না করা, রেশন কার্ডের অপব্যবহার করা সহ একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে। যা গত আটবছর ধরে ওই রেশন ডিলার নিজের দোকানে থেকেই এরকম বেআইনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। এরপরই ওই রেশন ডিলারকে সাসপেন্ড করে। একাংশ রেশন গ্রাহকদের অভিযোগ, ওই ডিলারের কাছে কোনওদিনই নিয়মিত সরকারি খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়নি। এমনকী সীমান্তের ওপারে রেশন সামগ্রী পাচার করা হত। ভুয়ো অনেক রেশন কার্ড তৈরি করা হয়েছিল। এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই রেশন ডিলার আশরাফুল ইসলামকে একাধিকবার মোবাইলে যোগাযোগ করলে করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

জেলা খাদ্য নিয়ামক শাশ্বত সুন্দর দাস বলেন, আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৭ কোটি ৮৬ হাজার টাকার বিপুল অঙ্কের জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। দুর্নীতির ক্ষেত্রে এটাই সব থেকে বড় শাস্তি। তদন্ত করেই এই বিপুল অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে। তবে ওই ডিলার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। ফলে বিষয়টি এখন বিচারাধীন রয়েছে।

হাজি শেখ নুরুল ইসলামের ছায়া হিসেবেই কাজ করতে চাই

কর্মিসভায় মন্তব্য হাড়োয়ার তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়া মানুষ ও দলীয় নেতা কর্মীরা আমার বাবা হাজি শেখ নুরুল ইসলামকে এই বিধানসভা ও বসিরহাট লোকসভা থেকে একাধিকবার জিতিয়েছেন। আমরা পরিবারগত ভাবে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি হাজি শেখ নুরুল ইসলামের ছায়া হিসেবেই হাড়োয়ায় কাজ করতে চাই। হাড়োয়া উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কর্মিসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন হাড়োয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম। হাড়োয়া উপনির্বাচনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে অশান্তি দেখা দিয়েছিল। বহিরাগত প্রার্থী চাই না বলে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ নাগরিক সমাজের নামে পোস্টার মেরেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। অন্য যাদের নাম নিয়ে আলোচনা উঠেছিল তারা স্থানীয় হলেও রবিউল ইসলাম বহিরাগত প্রার্থী। রাজনৈতিক মহলের দাবি সেই নিরিখে রবিউলকে পছন্দ না হওয়াতেই ওই পোস্টার মারা হয়েছিল। সেই বিভাজন মিটিয়ে নিজের আসন সুরক্ষিত করতেই এই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হাড়োয়া বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে শনিবার বিকেলে কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি সহ সমস্ত বুথের কর্মীবৃন্দরা। বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের স্বস্তি ভিলেজ কমিউনিটি হলে কর্মিসভায় তৃণমূল প্রার্থী আরও বলেন, দলের এবং আপনাদের নির্দেশমতো হাড়োয়ার মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েই এলাকার উন্নয়ন করব। এদিনের কর্মিসভা থেকে হাড়োয়া উপনির্বাচনের রণকৌশল তৈরি হয়। মূলত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে প্রচারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন।

রেশনে অনিয়ম, অভিযোগ পেয়েই ডিলারকে শোকজ, শুরু বিভাগীয় তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনও দপ্তরের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠল তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় তাকে শোকজ করা হল। শুরু হল বিভাগীয় তদন্ত। তদন্তে অনিয়ম ধরা পড়লে রেশন ডিলার গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিলেন বসিরহাট মহাকুমার খাদ্য ও খাদ্য সরবর দপ্তরের ফুড ইন্সপেক্টর উৎপল মিত্র। আপাতত তাকে বহিষ্কার করে অন্য ডিলারকে দিয়ে উপভোক্তাদের রেশন সামগ্রী বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খ্যাদ্য দপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপে খুশি উপভোক্তারা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ব্লকের শায়েস্তা নগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে তেঘরিয়া রেশন ডিলার গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্তী বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত ছয়-সাত মাস ধরে সরকারি সিডিউল না মেনে প্রায় ১৪০০ গ্রাহককে নির্ধারিত খাদ্য সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। রেশন কার্ডে আগে এন্ট্রি করেও মাল দেওয়া হচ্ছিল না। কোনও মাসে চাল, আবার কোনও মাসে আটা, আবার কোনও মাসে চিনি দেওয়া হচ্ছিল না। এমনকী নির্ধারিত সপ্তাহে রেশন দেওয়া হচ্ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে এই অব্যবস্থা চলায় অবশেষে বসিরহাটের স্বরূপনগর তেঘরিয়া মোড়ে রেশন ডিলারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ অবরোধ শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ সরকার রেশনের সামগ্রীর নিয়মিত দিয়ে গেলেও ওই ডিলার রেশন সামগ্রী নিয়ে দিচ্ছিল না। অভিযোগ পেয়েই বসিরহাট মহাকুমার খাদ্য ও খাদ্য দপ্তরের ফুড ইন্সপেক্টর উৎপল মিত্র বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। জানতে পারেন ওই রেশন ডিলার গত সাত মাস ধরে অনিয়মিত রেশন দিচ্ছেন। ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। তদন্তে নেমে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট খ তিয়ে দেখে রেশন ডিলার গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্তীকে শোকজ করা হয়েছে, বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে ডিলার সঠিক তথ্য না দিতে পারলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে খাদ্য দপ্তর। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পাঁচটি গ্রামের তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার মানুষ নির্ভরশীল ওই রেশন ডিলারের উপর। এই ডিলারকে সরিয়ে দিক। তার সার্টিফিকেট বাতিল করা হোক। বসিরহাট মহকুমা খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের লিখিত অভিযোগ করেন উপভোক্তা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এখন ওই ডিলার কোনও রেশন দিতে পারবেন না। গ্রামবাসীদের অন্য ডিলার গ্রামে এসে উপোক্তাদের দাবি মেনে রেশন বণ্টন করবে।

বাঁধ ভেঙে বন্যা বিপর্যস্ত কেশপুর-চন্দ্রকোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে সদ্য প্লাবিত পরিস্থিতি থেকে উঠে আসা পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক এলাকায় ফের বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কেশপুরে কুবাই নদীতে চারটি জায়গায় নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় দু'দিন ধরে বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে কেশপুরের মুগবাসান সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার সকালে চন্দ্রকোনার ভবানীপুর এলাকায় ভেঙেছে শিলাবতী নদীর বাঁধ। পরপর দুটি নদীর বাঁধ ভেঙ্গে পড়ায় রবিবার নতুন করে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আরো বহু গ্রামে।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে জেলার ঘাটাল কেশপুর সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবন পরিস্থিতি থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছিল। চাষিরা কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ফের দানা ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ ও প্রবল বর্ষণে নদীগুলিতে জল বেড়ে যাওয়ায় শনিবার কেশপুরে কুবাই পারাং ও তমাল নদীতে চারটি স্থানে বাঁধ ভেঙেছে। এরফলে কেশপুরের আনন্দপুর, মুগবাসান, ইছাইপুর সহ বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত প্লাবিত হতে শুরু করে। আনন্দপুর এলাকায় নদী বাঁধ মেরামতের কাজ করছেন গ্রামবাসীরা।

নদী বাঁধ ভেঙ্গে জলস্ফীতির কারণে চন্দ্রকোনা ১ ব্লকের ভবানীপুর এলাকায় শিলাবতী নদীতে সদ্য নির্মিত বাঁধ ভেঙে ভেসে যায়। যার ফলে রবিবার সকাল থেকে বেশ কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসী প্রদীপ ঘোষ জানান, ডিভিসির ছাড়া জলের কারণে গত বন্যাতে শিলাবতী নদীর এই বাঁধটি ভেঙে গিয়েছিল। সেটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। জলের তোড়ে রবিবার সেই বাঁধ ফের সম্পূর্ণ ভেঙে ভেসে গেল। জলের এত তোড় ছিল যে এই বাঁধ আটকানোর সাধ্য ছিল না। যার ফলে চন্দ্রকোনাতে নতুন করে প্লাবিত হল অন্তত ২০টি গ্রাম।

দীপাবলির আগে খানাকুলে ভাঙা বাঁধ দিয়ে ঢুকছে জল, আতঙ্কে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কালীপুজো বা দীপাবলি কিংবা ভাইফোঁটার আগে আতঙ্কের কালো মেঘ আরামবাগ মহকুমার খানাকুলে। আবারও জল বৃদ্ধি। বন্যার ভ্রুকুটি। কারণ বাঁধ মেরামত হয়নি। যেমন ভাঙা ছিল সেই ভাবেই রয়ে গেছে। আর সেই দ্বারকেশ্বর নদীর ভাঙা বাঁধ দিয়ে আবারও হুহু করে জল ঢুকে গ্রাম প্লাবিত করার আশংকা। আস্তে আস্তে আবারও মাঠ ঘাট বন্যার জলে প্লাবিত হচ্ছে। নদী বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হলেও কাজ বন্ধ করে দিয়েছে নদীর জল বাড়ায়। দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণের জল ক্রমশই বাড়ছে। বাঁকুড়ার দিক থেকে জল প্রবাহিত হয়ে আরামবাগ ও খানাকুলের মধ্যে দিয়ে এসে দ্বারকেশ্বর মিশছে রূপনারায়ণে। তবে এই নদীগুলির সঙ্গে ডিভিসির কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও সংযোগ নেই। খানাকুলে দ্বারকেশ্বর নদের তিন জায়গায় ও রূপনারায়ণ নদের এক জায়গায় বাঁধ এখনও ভাঙা রয়েছে। কয়েক মাসের ব্যবধানে পর পর তিনবার বন্যা দেখছে খানাকুল। খানাকুলের তালিতে ৮ টি ও ধান্যঘোরীতে ৮ টি মোট ১৬ টি পাকা বাড়ি বন্যায় দ্বারকেশ্বরের বাঁধ ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সেই সব গৃহহারা মানুষজন বাঁধের ধারে ত্রিপলের নিচে বসবাস করছেন। ভাঙা বাঁধ দিয়ে জল ঢোকায় আবারও তীব্র আতঙ্কে রয়েছেন তারা। ত্রিপলের তাঁবুর পাশেই আবারও নতুন করে ধস নামছে। বানভাসি অসহায় মানুষজন আশা ছেড়ে দিয়ে দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ঈশ্বরের দিকেই। এই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির বক্তব্য, সরকারের কাছে তাদের একটাই চাওয়া, আপনারা যেমন বাঁধ মেরামত করছেন করুন, কিন্তু সঙ্গে তাদের ভিটেতে একটু মাটি বা বালি ফেলে ভর্তি করে দিন। সবমিলিয়ে আবারও নদীর জল প্লাবিত হওয়ার আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

সমবায় সমিতির কর্মীদের চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান মেন শাখা বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সমবায় সমিতির যে সমস্ত কর্মীরা সারা বছর ভালো কাজ করেছেন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের হাতে চেক প্রদান করা হল ব্যাংকের পক্ষ থেকে। রবিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় সমিতি তথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তাঁর হাত দিয়ে এই চেক প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলার যারা অন্যান্য আধিকারিক রয়েছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তম মুখার্জি, সুভাষ মণ্ডল, অমিত রজক সহ অন্যান্যরা। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, একটা সময় ছিল তখন অন্য সংগঠনের যারা শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা নিজের লোকদের দেখে লোন পাশ করে দিতেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় কৃষকরা লোন পাচ্ছেন না এবং অন্য সমাজের মানুষরা লোন পাচ্ছে যাদের লোনের প্রয়োজন নেই। সেটা এখন বন্ধ হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন থেকে নিজের হাতে দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন। মূলত মুখ্যমন্ত্রীর এটি একটি স্বপ্নের প্রজেক্ট তিনি চান যে সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি রয়েছে সেগুলি যাতে ভালোভাবে কাজ করে এবং এগিয়ে যায়। তারপর থেকে কৃষকদের কাছে সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় যাদের এই ডানা ঘূর্ণিঝড়ে কৃষকদের ধান চাষের ক্ষতি হয়েছে তাদেরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে। পুনরায় তদন্ত করার পর, ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা চেক প্রদান করা হল মুখ্যমন্ত্রী তহবিলে। যাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের কাছে যাতে এই রিলিফ ফান্ড পৌঁছে দেওয়া যায়। অন্যদিকে বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের এজিএম অমিত রজক বাবু জানান, যে সমস্ত সমবায় সমিতি ভালো কাজ করেছে তাদের কর্মচারী থেকে শুরু করে ম্যানেজার সকলকেই পুরস্কার প্রদান করা হয় এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রীর হাত দিয়ে। এ বছর ২৩১টি সমবায় সমিতিকে এই চেক প্রদান করা হয় এবং মোট ৯৬৭ জন সমবায় কর্মচারীদের এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। সর্বমোট ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার বিকালে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয় পাণ্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় প্রাঙ্গণে। বিজয়া সম্মিলীনর মঞ্চে পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত ধরে বিভিন্ন বিরোধী দল থেকে আগত প্রায় ৬০০ জন কর্মী তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করে।

তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: একদিকে যখন রাজ্যে এসে ছাব্বিশের নির্বাচনে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। অন্যদিকে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি নেতা। রবিবার বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে

বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। এদিন তৃণমূলে যোগ দিলেন বর্ধমান জেলা বিজেপির প্রাক্তন যুব সভাপতি শ্যামল রায়। দীর্ঘদিন তিনি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবশেষে বিজেপি থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার ফলে তৃণমূলে বিধায়ক খোকন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন তিনি। এদিন তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন বিজেপির প্রাক্তন ওই নেতা। বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী এবং বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতার হাত ধরে তিনি যোগ দেন তৃণমূলে। তবে এদিন তিনি একা নন আরোও ৫০ জন বিজেপি কর্মীকে নিয়েই এই বিজয়া সম্মিলনীতে যোগদান করেন।

ভাঙনের কবলে সেখডাঙা গ্রাম, সংকটে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র

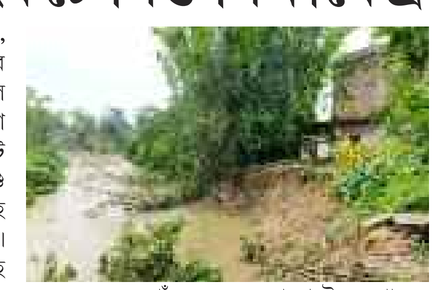

নিজস প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দেবখালের ভাঙনের কবলে ইন্দাসের সেখডাঙা গ্রাম, অস্তিত্বের সঙ্কটে স্থানীয় শিশু শিক্ষাকেন্দ্র সহ একাধিক বাড়ি। আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে গ্রামের মানুষের।

বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের সেখ ডাঙা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দেবখাল। এমনিতে আপাত শান্ত দেবখাল নিয়ে তেমন চিন্তা না থাকায় খালের পাড় থেকে কিছুটা দূরে একসময় গড়ে উঠেছিল স্থানীয় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র। স্থানীয় বাসিন্দারাও গড়ে তুলেছিলেন বসত বাড়ি। কিন্তু সম্প্রতি একের পর এক ভারী বৃষ্টিতে দেবখালে শুরু হয় ভয়াবহ ভাঙন। পাড় ভাঙতে ভাঙতে দেবখাল এগিয়ে আসতে শুরু করে গ্রামের দিকে। সম্প্রতি ডানার ভারী বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতি এমন হয় যে পাড় ভাঙতে ভাঙতে দেবখাল এসে পৌঁছে যায় গ্রামের ভিতরে। প্রতিনিয়ত ঝুপঝাপ করে ধসে পড়ছে পাড়ের মাটি। মাঝে মাত্র আর ফুট পাঁচেক দূরত্ব। তারপরই দেবখালের প্রবল স্রোত গিলে খাবে শিশুশিক্ষা কেন্দ্র সহ গ্রামের একাধিক পাকা বাড়ি। এই পরিস্থিতিতে কার্যত রাতের ঘুম উড়েছে সেখডাঙা গ্রামের মানুষের। গ্রামবাসীদের দাবি, বারবার দেবখালের ভাঙনের বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এনে খালের পাড় বাঁধানোর আবেদন জানানো হলেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি।

স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক এই ঘটনার জন্য দুষেছেন রাজ্য সরকারকেই। স্থানীয় ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির দাবি, দেবখালের এই ভাঙনের বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। দুর্যোগ কাটলেই ওই এলাকায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

মঙ্গলকোটে পালন হল বেহুলা-লখিন্দরের প্রতীকী বিবাহ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সেই বিয়ে ছিল বড় বিয়োগান্তক। কারণ মনসাদেবীর কোপে পড়ে বাসরঘরেই প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল নববধূ বেহুলার পতি লখিন্দরের। মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে সেই বিয়োগান্তক কাহিনি। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের জালপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা মনসাদেবীর আরাধনার পাশাপাশি আজও পালন করেন বেহুলা-লখিন্দরের প্রতীকী বিবাহ উৎসব। শনিবার থেকে জালপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা মেতে উঠেছেন বেহুলা লখিন্দরের বিবাহ অনুষ্ঠানে। এলাকাবাসীর দাবি, বেহুলার বাপের বাড়ি হল এই মঙ্গলকোটেই। তাই বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ অনুষ্ঠানের রীতি আজও রয়েছে। প্রাচীন রীতি মেনেই প্রাচীন একটি বটগাছের প্রতীকী বিবাহ দেওয়া হয় জালপাড়ায়। আর বট গাছের চারিদিকে বিয়ের গায়ে হলুদের সুতো বেঁধে সাত পাক ঘোরানো হয় দেবী মনসার ঘটটি। এই ধর্মীয় উৎসব চলে আটদিন ধরে। অষ্টমঙ্গলায় শেষ হয়। অনুষ্ঠান ঘিরে আয়োজন করা হয় নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। শনিবার থেকেই শুরু হয়েছে এই উৎসব।

জালপাড়ায় এই পুজোর সাতদিন আগে থেকে স্থানীয় লোকশিল্পীরা মনসা মন্দিরে খোল করতাল সহযোগে মনসার পালাগান করেন। অষ্টম দিনে কোনও গৃহবধূ দেবী মনসার ঘট নিয়ে এই মন্দির থেকে গ্রামেরই আর এক মনসার থানে যান। সেখানেই রীতি অনুযায়ী পুরনো বটগাছকে সাক্ষী রেখে বেহুলা-লখিন্দরের প্রতীকী বিয়ে হয়। বটগাছের চারদিকে সাতপাক ঘুরে তারপর আবার মূল মন্দিরে চলে পুজো। পুজোয় ধুনো পোড়ানো হয়। এই ধুনো পোড়ানোর দৃশ্য দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন। মনসা মন্দিরের এক সেবাইত দয়াময় পাল জানান, জালপাড়া গ্রামে বহুবছর আগে একটি পুকুর থেকে একটি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়েছিল। সেদিন রাতে এক গ্রামবাসীর স্বপ্নাদেশ হয় ওই প্রস্তরখণ্ডে বিরাজ করছেন দেবী মনসা। তখন থেকেই ওই প্রস্তরমূর্তির পুজো হয়ে আসছে। যখন এই মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল তখন ছিল কার্তিক মাস। তাই দেবীর আবির্ভাব দিবস হিসাবে কার্তিক মাসে এই পুজো হয়। গ্রামবাংলায় মনসাদেবীর পুজো বহুল প্রচলিত। তবে জালপাড়ার মনসা পুজোর রীতি একটু ব্যতিক্রমী। এলাকাবাসীর দাবি, উজানিনগর বলতে মঙ্গলকোটকেই বোঝায়। মঙ্গলকোটে এক সাধুর কন্যা ছিলেন বেহুলা। তাঁর সঙ্গেই চম্পকনগরের বণিক চাঁদ সওদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের বিবাহ হয়েছিল। তাই এই বিবাহ অনুষ্ঠানের রেওয়াজ। মনসাপুজো সাধারণত পঞ্চমী তিথিতে পালন করার রেওয়াজ বেশি। জালপাড়া গ্রামে দেবী মনসার আরাধনা হয় কার্তিক মাসেই।

চন্দননগরের আলোকসজ্জা ও টেরাকটার আদলে মন্দির তৈরি করে চমক দেবে ঝলঝলিয়া যুবকবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার ইংরেজবাজার শহরের কালীপুজোকে ঘিরে জাঁকজমক উদ্দীপনা শুরু হতে চলেছে। বলিউড বিখ্যাত নায়িকা মীনাক্ষী এবার ইংরেজবাজারের ঝলঝলিয়া যুবকবৃন্দের কালীপুজোর উদ্বোধন করতে আসছেন ৩০ অক্টোবর। বুধবার সন্ধ্যায় ওই ক্লাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শাহেনশাহ, ঘায়েল, ঘাতক সহ এরকম একাধিক বিখ্যাত সিনেমার নায়িকা মীনাক্ষী। পুজো কমিটির উদ্যোক্তা তথা স্থানীয় কাউন্সিলর বাবলা সরকার জানিয়েছেন, চন্দননগরের ডিজিটাল আলোকসজ্জা এবং টেরাকটার আদলে মন্দিরকে ঘিরেই চমক দিতে চলেছে ইংরেজবাজারের ঝলঝলিয়া যুবকবৃন্দ ক্লাব। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে এই পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, এবারের কালী পুজোয় রকমারি আলোকসজ্জা, রাজবাড়ির আদলে প্যান্ডেল তৈরি করে চমক দিতে চলেছে ইংরেজবাজার শহরের পল্লিশ্রী ৮৬ ক্লাব। ইতিমধ্যে পুজোর প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্বে। ৩০ অক্টোবর বুধবার কালীপুজোর উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এছাড়াও এই পুজোকে ঘিরে চারদিন ধরে চলবে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইংরেজবাজার শহরের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন রামকৃষ্ণ পল্লির মাঠেই এই পল্লিশ্রী ৮৬ ক্লাবের কালীপুজোর হয়ে থাকে। প্রতিবছর এই পুজোর বিশেষ কিছু চমক থাকে। পুজো কমিটির এক কর্মকর্তা প্রসেনজিৎ দাস বলেন, মূলত কালী পুজোর আগে থিম আমরা গোপনেই রাখি। পুজোর দিন থেকেই মানুষ যাতে চমক পায়, সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করি। এবারে পুজোর বাজেট প্রায় নয় লক্ষ টাকা। বিভিন্ন ধরনের থিম, নবদ্বীপের আলোকসজ্জা এবারে পুজোয় রাখা হচ্ছে।

ইংরেজবাজার শহরের মকদমপুর ক্লাবে এবার থ্রিডি শোয়ের মাধ্যমে দেখা যাবে রাবণ বধ। এই ক্লাবের বিশেষত্ব হলো কালীপুজোর রাতেই মশাল দৌড়ের আয়োজন। এ রাজ্যের পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম থেকেও ক্রীড়াবিদের আসেন কালীপুজোয় মকদমপুর ক্লাবের দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। ১৯৮০ সাল থেকেই মকদমপুর ক্লাবের কর্মকর্তারা এই মশাল দৌড়ের আয়োজন করে আসছেন। মকদমপুর ক্লাবের সম্পাদক দুর্জয় সাহা জানিয়েছেন, এবারের পুজোর থিম মানুষরূপী অসুরের দমন, যা থ্রিডি শোয়ের মধ্যে দিয়েই রাবণ বধ দেখ ানো হবে দর্শনার্থীদের। এবারে পুজোর ৬৫ তম বর্ষ। এছাড়াও এই পুজোকে ঘিরে গোটা রাস্তা জুড়ে থাকবে নবদ্বীপের ডিজিটাল আলোকসজ্জা।

মহারাষ্ট্র-ঝাড়খণ্ডে লড়বে না আপ, ইন্ডিয়া জোটের প্রচার কেজরির

চণ্ডীগড়, ২৭ অক্টোবর: মহারাষ্ট্র-ঝাড়খণ্ডে লড়বে না আম আদমি পার্টি। তবে ইন্ডিয়া জোটের হয়ে প্রচার করবেন কেজরিওয়াল।

শনিবার আপের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মহারাষ্ট্রে তাঁরা কোনও আসনে প্রার্থী দেবেন না। দলের মহারাষ্ট্র ইউনিট কয়েকটি আসনে প্রার্থী দিতে চাইলেও তাতে সায় দেয়নি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আপের দাবি অনুযায়ী, শরদ পওয়ার এবং উদ্ধব ঠাকরে দু'জনেই কেজরিওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের আহ্বানে মহারাষ্ট্রে প্রচারেও যাবেন কেজরিওয়াল। তবে প্রার্থী দেবেন না কোনও কেন্দ্রে। ঝাড়খণ্ডেও হেমন্ত সোরেনের দলের হয়ে প্রচার করবেন আপ সুপ্রিমো। সে রাজ্যেও প্রার্থী দেবে না আপ।

দিল্লিতে ক্ষমতা দখলের পরই কেজরিওয়াল আপকে সারা দেশে বিজেপি এবং কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। দিল্লির বাইরে পঞ্জাবে সাফল্যও পেয়েছে আপ। আরও কয়েকটি রাজ্যে যৎকিঞ্চিত সংগঠন তৈরি করতে পেরেছে কেজরির দল। তবে দেশের সব রাজ্যেই প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছে আপ। গত কয়েকটি নির্বাচনে সব রাজ্যে প্রার্থীও দিচ্ছে তাঁরা। কিন্তু মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে সেই রীতি বদলাচ্ছে।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দিল্লিতেও ভোট। তার আগে কেজরিওয়াল অন্য রাজ্যে প্রার্থী দিয়ে অহেতুক সময় এবং অর্থব্যয় করতে চাইছেন না। তাছাড়া হরিয়ানার পর এই দুই রাজ্যেও প্রার্থী দিয়ে কোনও সাফল্য না পেলে দিল্লির ভোটের আগে নেতিবাচক বার্তা যাবে। সেটা চাইছেন না আপ সুপ্রিমো। আর জোট শরিকদের হয়ে প্রচারে গেলে ইন্ডিয়া জোটেও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে কেজরিওয়ালের।

উল্লেখ্য, সদ্য হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে লড়েছে আম আদমি পার্টি। লড়ছে কাশ্মীরেও। তাতে বিজেপির যা ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ইন্ডিয়া জোটের। এমনকী ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস সরাসরি হরিয়ানায় হারের জন্য আপকে দায়ী করেছে। ভোট কাটুয়া বলে তোপও দেগেছে। সম্ভবত সেকারণেই, আসন্ন দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিল দিল্লির শাসকদল। দুই রাজ্যের ভোটে লড়বে না আপ।

বিহারে ভোটারদের টাকা দিয়ে প্রভাবিত! ইডি-সিবিআই পাঠানোর চ্যালেঞ্জ পিকের

পটনা, ২৭ অক্টোবর: সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিতে না দিতেই পিকের বিরুদ্ধে উঠল মারাত্মক অভিযোগ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতন রাম মাঝি অভিযোগ করলেন, ভোটারদের টাকা দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন পিকে। যদিও ভোটকুশলী এই অভিযোগ মানতে নারাজ। পালটা চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, যদি জিতন রাম মাঝির কাছে সঠিক তথ্য থাকে, তা হলে ইডি-সিবিআই পাঠাক।

সামনেই বিহারে রয়েছে উপনির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনে শূন্য থেকে যাওয়া আসনের ভোট দিয়েই হাতেখড়ি হবে প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টির। তবে ভোটের আগেই, শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতন রাম মাঝি বলেন, ‘জন সুরজের লোকজনরা সাধারণ মানুষকে দিয়ে সই করিয়ে নিচ্ছেন। ভোটারদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে জন সুরজ পার্টির প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার বিনিময়ে।দ

প্রশান্ত কিশোর এই অভিযোগ শুনে বলেন, ‘ওঁ কি বুঝতে পারছেন কী বলছেন? প্রতিটি কেন্দ্রে কমপক্ষে ২ লক্ষ ভোটার রয়েছে। যদি আমরা প্রতি ভোটারদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই, তা হলে মোট কত টাকা হচ্ছে, তা হিসাব করে বলুক ওঁ।’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে পিকে বলেন, ‘যদি মাঝি নিশ্চিত হন যে আমরা টাকার গদির ওপরে বসে আছি, তা হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে আমাদের পিছনে ইডি-সিবিআই লেলিয়ে দেওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশনকে জানাক। ইমামগঞ্জে লড়াইটা আরজেডি আর জন সুরজ পার্টির মধ্যে, এটা বুঝতে পেরেই ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।’

প্রশান্ত কিশোর আরও বলেন, ‘ওঁর কাছে রাজনীতি সবসময়ই শুধু ওঁর পরিবারকেন্দ্রিক। এদিকে নিজের গড় থেকেই তাঁর পুত্রবধূ প্রার্থী হওয়ার জন্য যুদ্ধ করছে।’

অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ইজরায়েলি হানা নিয়ে মুখ খুললেন খামেনেই

তেহরান, ২৭ অক্টোবর: ইরানের সেনাঘাঁটিতে আক্রমণ শানিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। সূত্রের খবর, পালটা দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরানি সেনাও। এহেন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ইজরায়েলি হানা নিয়ে মুখ খুললেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। ইজরায়েলি হানার পর প্রথমবার মুখ খুলে তিনি জানালেন, তেল আভিভের এই পদক্ষেপকে বড় করে দেখার মতো কিছু নেই। তবে একেবারে অগ্রাহ্য করাও উচিত নয়।

শনিবার ইজরায়েলি সেনার একের পর এক বোমাবর্ষণে কেঁপে ওঠে ইরানের রাজধানী তেহরান-সহ একাধিক এলাকা। পাশাপাশি আক্রমণ শানানো হয় ইরাক ও সিরিয়াতেও। ইরানের সেনাঘাঁটিতে হামলার কথা ঘোষণা করে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। উল্লেখ্য, ইজরায়েলে হামলা চালাচ্ছিল ইরানের মদতপুষ্ট লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হেজবোল্লা। ফলে তেহরানের সঙ্গে সংঘাত তীব্র হয় তেল আভিভের। এর মাঝেই আগুনে ঘি ঢালে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহ ও হেজবোল্লা প্রধান হাসান নাসরাল্লার মৃত্যু। ক্ষোভের আগুনে ফুঁসে উঠে গত ১ অক্টোবর ইজরায়েলে মিসাইল হামলা চালায় তেহরান।

শনিবার খামেনেইয়ের দেশকে পালটা দেয় তেল আভিভ। ইরানের সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে একশো এফ-৩৫ আই জেটের সাহায্যে হামলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে গুঞ্জন শুরু হয়, আমেরিকার ‘নির্দেশে’ই এই হামলা। কিন্তু ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দাবি করলেন, মার্কিন হুকুম নয়, জাতীয় স্বার্থেই ইজরায়েলি সেনা হামলা চালিয়েছে ইরানের সেনা ঘাঁটিতে। গুঞ্জন চলছে, এবার তেল আভিভকে পালটা দিতে বড়সড় হামলার পথে হাঁটবে ইরান।

এমন রণংদেহি পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছেন খামেনেই। তাঁর কথায়, দু'দিন আগে ইজরায়েল শয়তানের মতো যে পদক্ষেপ করেছে সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বা খাটো করে দেখা-কোনওটাই প্রয়োজন নেই। তবে ইরানের শক্তি কতখানি সেটা ইজরায়েলকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। কীভাবে সেটা বোঝানো হবে সেই সিদ্ধান্ত অবশ্য ইরানি প্রশাসনের। তবে ইজরায়েলি হামলার পালটা কী পদক্ষেপ করবে ইরান, সেই নিয়ে অবশ্য খামেনেই কিছু বলেননি।

ট্রেন ধরতে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টে আহত ৯ যাত্রী

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর: দীপাবলিতে বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেন ধরতে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটল মুম্বইয়ের বান্দ্রা স্টেশনে। জানা গিয়েছে, পদপিষ্টের ঘটনায় কমপক্ষে ন'জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। আহতরা হলেন, সাবির আব্দুল রহমান, পরমেশ্বর গুপ্তা, রবীন্দ্র চুমা, রামসেবক রবীন্দ্র প্রজাপতি, সঞ্জয় কাঙ্গে, দীবাংশু যাদব, মহম্মদ শরীফ শেখ, নূর মহম্মদ শেখ এবং ইন্দ্রজিৎ সাহানি। সকলেই গোরক্ষপুরের বাসিন্দা।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, রবিবার ৫টা ৫৬ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। বান্দ্রা স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ধরতে গিয়ে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বান্দ্রা-গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীরা একসঙ্গে ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন। তাতেই ঘটে বিপত্তি।

বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর তরফে জানানো হয়েছে, দেওয়ালি উপলক্ষে অনেকেই বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেন ধরতে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অসংরক্ষিত কামরায় ওঠার চেষ্টা করেন। সে সময়ই ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় যাত্রীদের মধ্যে। প্ল্যাটফর্মেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে যান অনেকে। দুর্ঘটনার পর দ্রুত আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সাত জনের অবস্থা স্থিতিশীল হলেই দু'জন আশঙ্কাজনক।

এই ঘটনার একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছে। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, কী ভাবে ট্রেন ধরার জন্য যাত্রীরা ঠেলাঠেলি করছেন। আবার কিছু ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, প্ল্যাটফর্মের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন কয়েকজন। তাঁদের উদ্ধার করতে ছুটে আসেন রেলপুলিশের কর্মীরা। অন্য যাত্রীরা উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহতদের স্ট্রেচারে করে ভিড় থেকে সরিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শিশুকে যৌন নিগ্রহ ৯২ বছরের বৃদ্ধের!

রাজকোট, ২৭ অক্টোবর: ৪ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল ৯২ বছরের বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। গুজরাটের রাজকোটের বাসিন্দা নবতিপর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ক্যামেরায় পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখা গিয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।

জানা গিয়েছে, নিগৃহীতা শিশুটি তার বাড়ির পাশে খেলা করছিল। তার মা বসেছিল বাড়ির সামনে। খানিক পরে সে এসে মাকে জানায় প্রতিবেশী বৃদ্ধ তার যৌনাঙ্গে হাত দিয়েছে। এর পরই ওই মহিলা স্থানীয় থানায় বৃদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ন্যায় সংহিতার ১৬৪ ধারা অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিগৃহীত শিশুটির বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর তদন্তকারীদের দেখতে পান বৃদ্ধ ওই শিশুকে যৌন নিগ্রহ করছেন। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। তিনি তাঁর ৬০ বছরের মেয়ে ও নাতির সঙ্গে থাকেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তিন থেকে চার দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করা হবে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে। সিসিটিভি ফুটেজ ছাড়াও বহু প্রমাণ হাতে এসেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং পকসো আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ক্ষমা চেয়ে যমুনায় স্নান বিজেপি সভাপতির, ভর্তি হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর: আম আদমি পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে যমুনা নদী সাফাইয়েব. ব্যবস্থা না করার অভিযোগে চলতি সপ্তাহে যমুনা নদীর কাছে ক্ষমা চাইতে নদীর জলে ডুব দিয়েছিলেন বিজেপি সভাপতি। সেই বিষাক্ত জলে স্নান করার পরই সোজা পৌঁছে গেলেন হাসপাতালে! শনিবারই দিল্লির বিজেপি প্রধান বীরেন্দ্র সচদেবকে ভর্তি করানো হয় বেসরকারি হাসপাতালে।

দিল্লিতে যমুনা নদীর অবস্থা ভয়ঙ্কর। প্রতি বছরই দূষণের ভয়াবহ চিত্র সামনে আসে। দীপাবলি, ছট পুজোর পর নদীর অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই যমুনাকে বিষাক্ত বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। এবার নদীর বেহাল দশা নিয়েই শুরু রাজনীতির চাপান-উতোর। যমুনা নদীর সংস্কার করতে আম আদমি পার্টির সরকার ব্যর্থ, এমনটাউ অভিযোগ বিজেপির। চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রধান বীরেন্দ্র সচদেব যমুনা নদীর দূষিত জলে ডুব লাগান এবং নদীর কাছেই আপ সরকারের ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চান।

যমুনা নদীতে স্নান করতেই গায়ে চুলকানি শুরু হয় বিজেপি নেতার। রাতারাতি ত্বকে র‍্যাশ বেরিয়ে যায়। এরপর শ্বাসকষ্টও শুরু হলে, শনিবার তড়িঘড়ি তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপির মিডিয়া সেলের দাবি, বীরেন্দ্র সচদেবের আগে শ্বাসকষ্ট বা র‍্যাশের মতো কোনও সমস্যা ছিল না। দূষিত যমুনা নদীতে স্নান করাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। খোঁচা দিতে ছাড়েনি আম আদমি পার্টিও। আপ নেতা তথা দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই বিজেপি প্রধানের সুস্থতা কামনা করে বলেন, ‘বিজেপি নেতাদের বোঝা উচিত যে এইসব নাটক করে নদী পরিষ্কার হয়ে যাবে না।’

মার্কিন নির্দেশে হামলা করার দাবি নস্যাৎ করলেন নেতানিয়াহু

জেরুজালেম, ২৭ অক্টোবর: ইরানের সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে একশো এফ-৩৫আই জেটের সাহায্যে হামলা চালিয়েছে তেল আভিভ। জোরালো গুঞ্জন, আমেরিকার ‘নির্দেশে’ই এই হামলা। কিন্তু এবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দাবি করলেন, মার্কিন হুকুম নয়, জাতীয় স্বার্থেই ইজরায়েলি সেনা হামলা চালিয়েছে ইরানের সেনা ঘাঁটিতে।

ইরানি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় নেতানিয়াহুকে বলতে শোনা গিয়েছে, ইজরায়েল হামলা চালিয়েছে জাতীয় স্বার্থে। মোটেই মার্কিন নির্দেশে নয়। আসলে শনিবারের হামলার পর আমেরিকা পরিষ্কার করে দিয়েছে, যদি এই হামলার জবাব দেয় ইরান, তাহলে ইজরায়েলের পাশেই থাকবে হোয়াইট হাউস। এই হুঁশিয়ারির পর থেকেই গুঞ্জন জোরালো হয়েছে। যা এবার নস্যাৎ করে দিলেন নেতানিয়াহু।

উল্লেখ্য, গত ১ অক্টোবর ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। যার বদলা নিতে ক্ষোভের আগুনে ফুঁসছিল তেল আভিভ। আক্রমণ শানাতে সেনা কর্তাদের সঙ্গে এতদিন ‘নীল নকশা’ তৈরি করছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। অবশেষে শনিবার ইরানের আকাশে হানা দেয় ইজরায়েলি ফৌজের একশোটি এফ-৩৫আই জেট। ইরানি সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমা ফেলে। বিস্ফোরণ ঘটে তেহরান-সহ একাধিক জায়গায়। বিবৃতি দিয়ে ইরানি সেনা জানিয়েছে, ‘সেনাঘাঁটিতে জায়নবাদী রাষ্ট্রের হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে আমাদের দুই সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেছেন। এদিন ইজরায়েলে হামলা চালায় ইরাক ও সিরিয়াতেও। সমর বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই হামলার মাধ্যমে ইরানকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দেওয়াই ইজরায়েলের পরিকল্পনা ছিল। তেহরান জানত কোনও না কোনও দিন হামলা চালাবে ইজরায়েল। সেইভাবেই চলছিল হামলা ঠেকানোর প্রস্তুতি। কিন্তু যেভাবে তেহরান, খুজেস্তান ও ইলামে আঘাত হেনেছে ইজয়ারেলি সেনা তাতে ধাক্কা খেয়েছে ইরানের সমস্ত প্রস্তুতি। আর এই হামলার পিছনে ‘জাতীয় স্বার্থে’র কথাই বলতে শোনা গেল নেতানিয়াহু।

চারমাস পর জেলাশাসকের বাংলোর সামনে উদ্ধার মহিলার দেহ, ধৃত এক

কানপুর, ২৭ অক্টোবর: চারমাস ধরে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে খোদ জেলাশাসকের বাংলোর সামনেই মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হল মহিলার দেহ। সেই দেহ উদ্ধারের পর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত মহিলাকে খুনের কথা স্বীকার করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কানপুর গ্রিন পার্ক এরিয়ায় একটি জিমে আসতেন মহিলা। ক্রমে সেই জিমের ট্রেনার বিমল সোনির সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওই ট্রেনার কানপুরের রায়পুরওয়া এলাকার বাসিন্দা। সম্প্রতি ‘প্রেমিকে’র বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় মহিলা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বলে দাবি। তা নিয়ে বিমলের সঙ্গে তাঁর ঝামেলাও হয়।

এই ঘটনার প্রায় ২০ দিন পর ফের জিমে যান মহিলা। পুলিশকে ধৃত জানিয়েছেন, বিয়ের বিষয়ে একটি গাড়ির ভিতরে নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় তাঁদের তর্কাতর্কিতে রাগের মাথায় মহিলাকে ঘুষি মারেন অভিযুক্ত। তাতে অজ্ঞান হয়ে যান মৃতা। মহিলা জ্ঞান হারালে তাঁকে খুন করে সরকারি বাংলোর সামনে দেহ পুঁতে দেন অভিযুক্ত। তদন্তকারীদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় এবিষয়ে তিনি বিস্তারিত জানিয়েছেন।

উত্তর কানপুরের ডিসিপি শ্রবণকুমার সিং বলেন, ‘অভিযুক্ত কোনও ফোন ব্যবহার করেন না। ঘটনার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বেগ পেতে হয়েছে। ধৃতের খোঁজে আগ্রা, পুণে, পঞ্জাব বিভিন্ন জায়গায় তদন্তকারী দল পাঠানো হয়।’ ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice
NIT No.28/24-25,dt.25/10/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 5 nos) Total Amount Rs. 41,83,040.00/-. Last date of documents Downloading & bid sub. 09/11/2024 upto 05-00 p.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
Sd/- E.O.
Chapra Pan. Samity, Nadia

সমকামী সঙ্গীকে খুনে ১৪ বছর পর গ্রেপ্তার যুবক

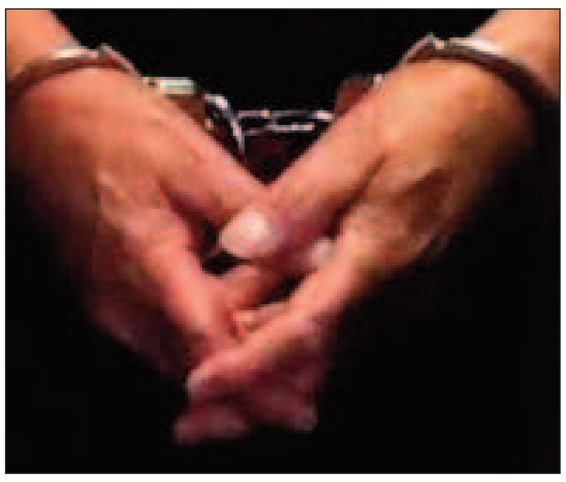

আমদাবাদ, ২৭ অক্টোবর: সমকামী সঙ্গীকে খুনের দায়ে ১৪ বছর পরে গ্রেপ্তার করা হল যুবককে। গুজরাতের আমদাবাদের ঘটনা। ধৃতের নাম রমেশ দেশাই। তিনি আমদাবাদের ভেজালপুরের বাসিন্দা। ২০১০ সালে তিনি সঙ্গীকে খুন করেছিলেন বলে অভিযোগ। খুনের পর দেহ রান্নাঘরের মেঝেতে পুঁতে, পরে অন্য রাজ্যে পালিয়ে যান। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ১৪ বছর কাটিয়ে দিলেও, শেষরক্ষা হল না। আমদাবাদ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে গুজরাত পুলিশের অপরাধদমন শাখা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রমেশ মণীশ গুপ্তা নামের এক যুবকের সঙ্গে সমকামী সম্পর্কে ছিলেন। একসঙ্গেই থাকতেন তাঁরা। কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হলে রাগের মাথায় মণীশকে খুন করেন রমেশ। তাঁর মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। সঙ্গীর মৃত্যু হলে রমেশ তাঁর হাত-পা বেঁধে বাড়ির রান্নাঘরের মেঝেতে পুঁতে গুজরাত ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন রাজস্থানে। পরিচয় লুকোতে তিনি ভুয়ো আধার কার্ডও বানিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

১৪ বছর আগের এই খুনের ঘটনা ধামাচাপা পড়ে গেলেও, সম্প্রতি আমদাবাদ পুলিশ পুরনো অমীমাংসিত মামলাগুলিকে নতুন করে ঘেঁটে দেখা শুরু করে। পুলিশ জানতে পারে, ওই হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মুম্বই থেকে আমদাবাদ হয়ে রাজস্থানের দিকে যাচ্ছেন। পথেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশকে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর নাম রাজনারায়ণ গুর্জর। তিনি রাজস্থানের বাসিন্দা। ভুয়ো আধার কার্ডেও সে কথা লেখা ছিল। কিন্তু তদন্তকারীরা জানান, তাঁর কথায় রাজস্থান নয়, গুজরাতের বাসিন্দাদের টান রয়েছে। চাপে পড়ে এরপরেই ধৃত স্বীকার করে নেন তিনি রমেশ, ২০১০ সালের সেই হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত।

পুলিশকে রমেশ আরও জানান, মণীশের সঙ্গে একত্রে থাকাকালীন একদিন তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছিল। সেই ক্ষোভেই মণীশকে পাথর দিয়ে আঘাত করেছিলেন তিনি। কিন্তু সঙ্গী যে সেই আঘাতে মারা যাবে, এ কথা তিনি ভাবতে পারেননি। খুনের পর কোনও রকমে দেহটি মেঝেতে পুঁতে দেন। তারপর রাজস্থানে পালিয়ে যান। সেখানেই পরিচয় লুকিয়ে কাটিয়ে দেন দীর্ঘ আট বছর। ২০১৮ সালে রাজস্থান থেকে মহারাষ্ট্রের মুম্বইতে চলে যান রমেশ। ২০২১ সালে বিয়ে করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুন সম্পর্কে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

Invites E-Tender
E-tender is invited by The Principal, Rabindra Mahavidyalaya through Notice Number: RM/209/24 dated 23.10.2024.
For details, please visit our official website and **http://wbtenders.gov.in**
Start Date of Bidding: 28.10.2024
Closing Date of Bidding: 11.11.2024
Sd/-
Principal
Rabindra Mahavidyalaya
Champadanga, Hooghly (W.B.)

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
NIT.: TN/002/AE/B-1/2024-25, Date: 24.10.2024
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Wbsite (**www.hmc.gov.in**) & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application : **11.11.2024**.
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-26 (02 No.) Dated 25.10.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

রিজওয়ান এখন পাকিস্তানের নতুন ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহাম্মদ রিজওয়ানকে সাদা বলের দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি,টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের নতুন অধিনায়ক করা হয়েছে। সহ,অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন আগা সালমান।

লাহোরে আজ সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এ ঘোষণা দেন। এ সময় রিজওয়ান,সালমানের সঙ্গে নির্বাচক কমিটির দুই সদস্য আকিব জাভেদ ও আজহার আলী উপস্থিত ছিলেন।

নতুন অধিনায়ক ঘোষণার দিনে অস্ট্রেলিয়া ও জিম্বাবুয়ের সফরের দলও ঘোষণা করেছে পিসিবি। আগামী ৪ নভেম্বর মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে দিয়ে এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হবে রিজওয়ানের। টি, টোয়েন্টিতে তিনি পাকিস্তানকে প্রথমবারের মতো নেতৃত্ব দেবেন ১৪ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই।

এরপর জিম্বাবুয়ে সফরেও ওয়ানডে সিরিজে পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে রিজওয়ানকে দেখা যাবে। তবে টি,টোয়েন্টি সিরিজে ৩২ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান বিশ্রামে থাকবেন। সেই সিরিজে অধিনায়কত্ব করবেন সহ, অধিনায়ক সালমান।

পাকিস্তানের জার্সিতে রিজওয়ানের অভিষেক হয় ২০১৫ সালে। দেশের হয়ে এখন পর্যন্ত তিনি ৭৪টি ওয়ানডে ও ১০২টি টি,টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। দুই সংস্করণ মিলে করেছেন ৫৪০১ রান, আছে ৪টি সেঞ্চুরি ও ৪২টি ফিফটি। উইকেটকিপার হিসেবে নিয়েছেন ১২৯টি ক্যাচ, স্টাম্পিং করেছেন ১৪টি। ২০২১ সালে আইসিসির বর্ষসেরা টি,টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিও পেয়েছেন।

ওয়ানডেতে পাকিস্তানের ৩১তম অধিনায়ক রিজওয়ান, টি,টোয়েন্টিতে ১২তম। গত ১ অক্টোবর বাবর আজম সাদা বলের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে পদটি শূন্য ছিল। রিজওয়ান এর আগে নিউজিল্যান্ড সফরে পাকিস্তানকে ২টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পাকিস্তানের নতুন ওয়ানডে ও টি,টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে রিজওয়ানের নাম ঘোষণার পর পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেছেন, 'মোহাম্মদ রিজওয়ান পাকিস্তানের সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে রিজওয়ানের নেতৃত্বের গুণাবলি, খেলার প্রতি গভীর নিবেদন এই প্রতিভাবান দলকে ধারাবাহিকভাবে সফল হতে সাহায্য করবে।'

নতুন দায়িত্ব পাওয়া রিজওয়ান বলেছেন, 'পাকিস্তানের সাদা বলের অধিনায়ক হতে পারা আমার জন্য বিশাল সম্মানের। এই ভূমিকায় নিজের সেরাটা দেওয়ার ব্যাপারে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচক, কোচ এবং আমার অসীম প্রতিভাবান সতীর্থদের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি। ভক্ত ও সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ এবং অতিক্রম করাই আমাদের লক্ষ্য।'

এফ আই টি ইন্ডিয়া স্বচ্ছতা ফ্রিডম রান অনুষ্ঠিত হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নর্থ গেট থেকে রেঞ্জার্স ক্লাব পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তায় এই রানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৩০০ জন প্রতিযোগী এইরানে উপস্থিত ছিলেন। এই রানে অংশ নিয়েছিলেন সাইয়ের খেলোয়াড় কোচ এবং আধিকারিকরা ফ্ল্যাগ অফ করেন সত্যজিৎ, কালচারাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সাই এনএসইসি কলকাতা।

রিয়ালের জালে ৪ গোল বার্সার, হ্যাটট্রিক হল না লেভার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রতিপক্ষ এগিয়ে গেলে রাতটা নাকি লম্বা হয়। গত বুধবার ইউরোপিয়ান রাতেও সবাই তা দেখেছে। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যাওয়ার পর ৫ গোল করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তারপর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ডর্টমুন্ডেরই দেশের এক ভদ্রলোক কি না মুদ্রার অপর পিঠও দেখিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন, চাইলে বার্নাব্যুতেও ফুটবল খেলার নামে ছেলেখেলা করা সম্ভব।

প্রথমার্ধে পাতলেন অফসাইডের ফাঁদ। তাতে আটকে কিংবা লটকে জেরবার হলো রিয়ালের আক্রমণভাগ। বিরতি শেষে ম্যাচের ৫৬ মিনিটের পর থেকে রাতটা উল্টো রিয়ালের জন্যই লম্বা হতে শুরু করল! যেন শেষ বাঁশি বাজতে যত দেরি হবে, বিপদ তত বাড়বে! ৫৬ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ৮৪ মিনিটের মধ্যে সেটাই ৪-০!

না, এবার আর বার্নাব্যুর সেসব জাদুকরি রাত ফেরাতে পারেনি রিয়াল। বরং জার্মান 'ওঝা' হান্সি ফ্লিকের নকশায় সব জাদু-টাদু উবে বশ মেনেছিল কার্লো আনচেলত্তির দল। কাদের কাছে তা আপনার জানা। বার্সেলোনার সমর্থক হলে এতক্ষণে হেসেও ফেলার কথা। ক্লাসিকোয় ৪-০ গোলের এই জয় বার্সার জন্য যে শুধু জয় নয়, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘরে, তাঁদেরই দর্শকদের সামনে নাস্তানাবুদ করার আনন্দও। সোনায় সোহাগা হিসেবে যোগ হতে পারে, ক্লাসিকোর এক অর্ধে প্রতিপক্ষের মাঠে ৬৫ বছর পর ৪ গোল করার গৌরবও। ১৯৫৯ সালের ৭ জুন ক্লাসিকোয় এই বার্সাই করেছিল ৪ গোল, মাঠও এই বার্নাব্যু এবং সেই দ্বিতীয়ার্ধেই।

এবার প্রথমার্ধ গোলশূন্য কাটার পর জোড়া গোল করেন রবার্ট লেভানডফস্কি। তাতে পোলিশ স্ট্রাইকারের খুশি হওয়ার কথা নয়। একটি যে পোস্টে মেরেছেন, আরেকটি ক্রসবারের ওপর দিয়ে। দুটোই সহজ সুযোগ। ৫৪ থেকে ৫৬, এই তিন মিনিটের ঝড়ে লেভার কাছে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল। এরপর ৭৭ মিনিটে লামিনে ইয়ামাল ও ৮৪ মিনিটে অধিনায়ক রাফিনিয়ার গোলে আনন্দের ষোলোকলা যেন পূর্ণ হয় বার্সার। তবে লেভার চেয়ে বেশি মন খারাপ হওয়ার কথা কিলিয়ান এমবাপ্পের। বেচারা!

ক্লাসিকোয় অভিষেকে দুবার বল জালে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ফ্লিকের হাইলাইন ডিফেন্সে পাতা অফসাইডের ফাঁদে একবারও গোল পাননি। এমবাপ্পের হতাশার এখানেই শেষ নয়। ওয়ান-ওয়ানে তাঁর তিনটি শট রুখেও দিয়েছেন বার্সার গোলকিপার ইনিয়াকি পেনিয়া। এর মধ্যে অন্তত দুটি শট থেকে গোল হতেই পারত। পেনিয়ার দৃঢ়তার কথায় অবশ্য বার্সার পুরো দলের দৃঢ়তার প্রসঙ্গও চলে আসে।

বার্সার একাদশে ৬ খেলোয়াড় ছিলেন ২২ বছরের কম বয়সী। ক্লাসিকোর সর্বশেষ ১০৮ বছরে যা দেখা যায়নি। এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুসের মতো গতিময় প্রতিপক্ষ থাকতেও হাইলাইন ডিফেন্সে খেলা এবং তারুণ্যে ভরসা রেখে একাদশ সাজানোর মতো সাহস দেখিয়েই জয়টা আসলে তুলে নিয়েছেন বার্সা কোচ ফ্লিক।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর পরপরই কার্লো আনচেলত্তির রক্ষণও কয়েক মুহূর্তের জন্য হাইলাইন ডিফেন্সে উঠে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ৫৪ মিনিটে লেভাকে থ্রু পাস দেন ২১ বছর বয়সী ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মার্ক কাসাদো। রিয়াল গোলকিপার আন্দ্রেই লুনিনকে একা পেয়ে গোল করতে অসুবিধা হয়নি লেভার। মাঝে এক মিনিট পরই বাঁ প্রান্ত থেকে আসা ক্রসে দুর্দান্ত হেডে আবারও গোল করেন পোলিশ তারকা। এবারও পাসদাতা এক ২১ বছর বয়সী, আলেহান্দ্রো বালদে। ১১ ম্যাচে ১৪ গোল করা লেভা লিগে এবার এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতাও। সব মিলিয়ে মৌসুমে করলেন ১৭তম গোল।

দ্বিতীয় গোলের প্রায় ৯ মিনিট পর রাফিনিয়ার পাস থেকে লুনিনকে একা পেয়েও বল পোস্টে মারেন লেভা। ঠিক তার এক মিনিট আগেও অফসাইডের কারণে এমবাপ্পের কোনাকুনি শটে করা গোল বাতিল হয়।

তবে ৭৭ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের ডান পায়ের শটে স্কোর লাইন পাল্টেছে। ওলট-পালট হয়েছে রেকর্ডবই্ও। রাফিনিয়ার পাস পেয়ে ডান প্রান্ত থেকে গোল করেন বার্সা তারকা। আনসু ফাতির রেকর্ড ভেঙে ক্লাসিকোর ইতিহাসে ১৭ বছর ১০৫ দিন বয়সী ইয়ামাল এখন সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা। ৭ মিনিট পরই লব করে ম্যাচের শেষ গোলটি করেন রাফিনিয়া, তবে রিয়ালের বিপক্ষে তাঁর প্রথম।

প্রথমার্ধে ৮বার ফ্লিকের হাইলাইন ডিফেন্সে অফসাইডের ফাঁদে পড়েছে রিয়াল। শুধু এমবাপ্পে একাই হয়েছেন ৬বার অফসাইড, সেটাও ম্যাচের ২০ মিনিটের মধ্যে চারবার। এই চারবারই পরিস্কার গোলের সুযোগ ছিল। ৩১ মিনিটে এই অফসাইডের ফাঁদেই দারুণ ফিনিশিংয়ে তাঁর গোল বাতিল হয়। দুই অর্ধ মিলিয়ে মোট ৮বার বার্সা কোচ ফ্লিকের অফসাইডের ফাঁদে পড়েছেন এমবাপ্পে, যা তাঁর ক্যারিয়ারে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ।

এই হারে লা লিগায় বার্সারই গড়া টানা ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ছুঁতে পারল না রিয়াল। সর্বশেষ হার গত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর, তারপর টানা ৪২ ম্যাচ অপরাজিত থেকে আর পারল না। পারল না পয়েন্ট টেবিলে বার্সাকে ধরতেও। ১১ ম্যাচে ১০ জয়ে মোট ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফ্লিকের বার্সা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**